ঘরে-বাইরে 7 দক্ষিণ চীন সাগরে...
ঝাড়খন্ড 5 ঘন্ডাপার থানা কাণ্ডের ...
সম্পাদকীয় 4 সিকিমের রাণী কি সিআইএ.
পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত.

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>265 >>23 Ashar 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৬৫ >> << ২৩শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

রাঁচি, রবিবার
09:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

ইয়েলেনের চীন সফর : আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে স্থিতিশীল সম্পর্ক

নিউ ইয়র্ক : চীনের বেইজিং'এ শুক্রবার আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্সে বক্তৃতা করেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী জ্যানেট ইয়েলেন এ সময় তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সামগ্রিক বিচ্ছেদ চায় না।... বিশ্বের বৃহত্তম দুটি অর্থনীতির বিচ্ছিন্নতা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অস্থিতিশীলতা বয়ে আনবে এবং এমন বিচ্ছিন্নতা কার্যত অসম্ভব। শুক্রবার শেষ বেলায় ইয়েলেন বেইজিং'এ চীনের প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াং এবং অন্যান্য চীনা কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বৈঠকে তিনি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ককে সহজতর করতে চেষ্টা করবেন। তিনি বৃহস্পতিবার বেইজিং'এ পৌঁছেছেন। ইয়েলেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার প্রশাসনকে আমাদের দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। আর, আমি আমার সফরে তা করার অপেক্ষায় রয়েছি। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের বেইজিং সফরের পর, ইয়েলেনের এই সফর সম্পন্ন হচ্ছে।

বাজার দর

SENSEX : 65280.45 -505.19
NIFTY : 19331.80 -165.50

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .08 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অপরাধী চক্রের সহিংসতায় দুঃস্বপ্নে জীবনযাপন করছে হাইতিবাসী : জাতিসংঘ প্রধান

জেনেভা : জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বৃহস্পতিবার বলেছেন, সহিংস সশস্ত্র অপরাধী চক্রের কারণে চলমান দুঃস্বপ্নে জীবনযাপন করছেন হাইতির নাগরিকরা। অপরাধী চক্রগুলো এই দ্বীপ দেশটির শ্বাসরোধ করে রেখেছে। তিনি, দেশটির জাতীয় পুলিশকে সহায়তা করতে, একটি আন্তর্জাতিক সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের জন্য তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে গুতেরেস সংবাদদাতাদের বলেন , হাইতির জন্য মানবিক সহায়তার পাশাপাশি নিরাপত্তা সহায়তা দরকার। এ ছাড়া, সংকট থেকে বের হয়ে আসার জন্য একটি রাজনৈতিক পথও প্রয়োজন। অপরাধী চক্রের কাছ থেকে আসা হুমকির পর, গত অক্টোবরে হাইতির সরকার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করে। এই বাহিনীর কাজ হবে, সেই সব অপরাধী গোষ্ঠীকে নির্মূল করা, যারা জনগণকে আতঙ্কের মধ্যে রাখছে তাদের খাদ্য, বিশুদ্ধ জল, শিক্ষা এবং অনেক মৌলিক পরিষেবার নাগাল পেতে বাধা দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং পরিষেবাগুলো পুনরুদ্ধার করতে পুলিশের জন্যও অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম প্রয়োজন। কিন্তু, নয় মাস পার হয়ে গেলেও, নিরাপত্তা পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে কোনো অনুমোদন দেয়নি। আর, কোনো দেশও এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি। বৃহস্পতিবার হাইতির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যঁ ভিক্টর জেনেউস, নিরাপত্তা পরিষদের কাছে জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে তার সরকারের আবেদনের কথা আবার উল্লেখ করেন। এসময় তিনি বলেন, ডুবে যাওয়া থেকে তার দেশকে রক্ষা করা নিরাপত্তা পরিষদের নৈতিক দায়িত্ব। ক্যারিবীয় ব্লক ক্যারিকম এই সপ্তাহের শুরুতে তাদের শীর্ষ সম্মেলন করেছে এবং হাইতির অবনতিশীল পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে। জ্যামাইকার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হোলনেস ক্যারিকম'এর পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, গ্রুপটি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের একটি প্যানেল হাইতিতে পাঠাচ্ছে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তিনি নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান।

ক্যামেরুনে হামের টিকা দেয়া হলেও দ্বিধা অব্যাহত রয়েছে

নানগুঙ্গু : ক্যামেরুনের কর্মকর্তারা বলছেন, ছেলে বেলায় যেসব রোগের টিকা দেওয়া হয়ে থাকে কোভিড১৯ মহামারি শুরু হওয়ার পর প্রথম বড় ধরনের টিকাপ্রদান অভিযানে লক্ষ লক্ষ শিশুকে তা দিতে তারা দ্বিধাবোধ করছেন।

দেশটিতে হাম ওরুবেলার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এ বছর হামও রুবেলায় ১৮ জন শিশু প্রাণ হারিয়েছে এবং ৪,০০০ 'এর বেশি অসুস্থ হয়েছে। জনস্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ক্যামেরুনে ২০০ টিরও বেশি হাসপাতালে ৫৫ লক্ষেরও বেশি শিশুকেহাম ওরুবেলার টিকা দেওয়ার জন্য কয়েক হাজার টিকাদানকারী কর্মী পাঠানো হয়েছে। সরকার বলছে, ১০ বছরের কমবয়সী প্রতিটি শিশুকে টিকা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে টিকাদানকারীরা বাড়ি বাড়ি, গির্জা, মসজিদ,বাজার এবং শিবিরগুলো পরিদর্শন করছেন।

৩৬ বছর বয়সীকাঠমিস্ত্রি অনজিন পিয়েরে বলেন, ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওনডের নিকটবর্তী নিয়মে এলাকায় তিনি তারতিন সন্তানকে টিকা দিতে বাধা দেন।

তিনি বলেন, কেন সরকার ১০বছরের কমবয়সী সবশিশুকে টিকা দিতে চায় তা তিনি বুঝতে পারছেননা। বাবামায়ের অনুমতি ছাড়া শিশুদের টিকা দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সর্বসাধারণের ব্যবহৃত প্রকাশ্য স্থানে যাওয়া উচিতনয়।

অ্যানজিন বলেন, তিনি কখনও টিকা নেন নি এবং তার সন্তানদের টিকা দেওয়ার কোনও কারণ দেখছেন না।

দেশটির জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের সরকারি চিকিৎসা কর্মি জেনেট মলুয়া বলেন, ৯ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের দেশব্যাপী টিকাদানের আওতায় আনা হচ্ছে । হামের প্রাদুর্ভাবে এদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

মোলোয়া বলেন, হাম, মাম্পস এবং রুবেলার টিকা নিরাপদ এবং আরেকবার নিলেও তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

ক্যামেরুনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিনের এই টিকা প্রদান অভিযানে প্রায় ৫৫ লাখ শিশুর মধ্যে ৩০ শতাংশেরও কম শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। সরকার বলছে, আস্থার অভাব হচ্ছে দ্বিধাগ্রস্ত হবার প্রধান কারণ। উপরন্তু, টিকা করণের তথ্যের অভাব এবং টিকাদান কেন্দ্র এবং হাসপাতাল অনেক দূরে হাওয়ার কারণে মায়েরা তাদের সন্তানদের টিকা দেওয়ার জন্য নিয়ে যেতে অপারগ।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলছেন, বাবামায়ের উচিত তাদের সন্তানদের এমএমআর ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নেয়া নিশ্চিত করতে। প্রথম ডোজ শুরু হয় ১২ থেকে ১৫ মাস বয়সের মধ্যে এবং ৪ থেকে ৬ বছর বয়সে দ্বিতীয় ডোজ দিতে হয়।

শরণার্থী শিবিরে হামলার একদিন পর ইসরাইল দুই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল

নাবলুস : ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনী শুক্রবার পশ্চিম তটের বাণিজ্যিক রাজধানী নাবলুসে দুই ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। দু'টি জঙ্গি গোষ্ঠী ঐ দু'জনকে তাদের সংগঠনের সদস্য বলে দাবি করেছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঐ অভিযানের প্রশংসা করেছেন। ইয়োভ গ্যালান্ট বলেন, এমন কোনো ফাঁক থাকবে না যা বন্ধ করা হবে না এবং এমন কোনো সন্ত্রাসী থাকবে না যাকে চরম মূল্য দিতে হবে না। ইসরাইলের এই অভিযান শুরু হয়েছে জেনিন শরণার্থী শিবিরেইসরাইলের দুই দিনের আক্রমণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবং ১২ জন ফিলিস্তিনি ও একজন ইসরায়েলি সৈন্য নিহত হওয়ার কয়েক দিন পর। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বৃহস্পতিবার বলেছেন,জনবহুল শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের বিমান ও স্থল অভিযান ছিল কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম তটে সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতা যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর। ঐ ঘটনায় ১'শ জনেরও বেশি আহত এবং হাজার হাজার লোক পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনুরোধে শুক্রবার জেনিন হামলা নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে যাচ্ছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল পশ্চিম তট, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়।

মাত্র ৯৯৯ টাকার বিনিময়ে জিও ভারতের নতুন ফোন বাজারে নিয়ে এলো মুকেশ আম্বানির কোম্পানি

মাসে ১২৩ টাকা খরচ করে ইন্টারনেটের সুবিধা দিচ্ছে জিও

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি : সারা ভারতকে টুজি মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এবার উঠে পড়ে লেগেছে মুকেশ আম্বানির কোম্পানি জিও। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মাত্র ৯৯৯ টাকার বিনিময়ে ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা নতুন ফোন বাজারে নিয়ে এসেছে জিও ভারত। মাসে শুধুমাত্র ১২৩ টাকা খরচ করেই গ্রাহকরা ইন্টারনেট যুক্ত ১৪ জিবি ডেটা সহ মোবাইল ফোন হাতের নাগালে পেয়ে যাবেন। ভারতের জনপ্রিয় মোবাইল সংস্থা জিওর তরফে প্রকাশ করার তথ্য অনুসারে জিও ভারতের অধীনে মাত্র ৯৯৯ টাকার বিনিময়ে ইন্টারনেট যুক্ত মোবাইল গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ফোনে অন্যান্য মোবাইল কোম্পানি থেকে ৩ শতাংশ কম খরচে সাত গুণ বেশি ডেটা পাওয়া যাবে। এই ফোনের জন্য গ্রাহকদের মাসে খরচ করতে হবে শুধুমাত্র ১২৩ টাকা। এই মাসিক খরচের বিনিময়ে গ্রাহকরা আনলিমিটেড কল করার সুযোগ পাওয়ার পাশাপাশি ১৪ জিবি ইন্টারনেট ডেটা এতে সক্ষম হবেন। এর বৈধতা থাকবে ২৮ দিন। তাছাড়া বার্ষিক ভাবে এক বছরের জন্য কোনো গ্রাহক এই সুবিধা নিতে চাইলে খরচ পড়বে ১২৩৪ টাকা। যার বৈধতা থাকবে এক বছর। এই দুটি প্লান এর অধীনে গ্রাহকদের আনলিমিটেড কলের সুবিধা সহ প্রতিদিন অর্ধেক জিবি অর্থাৎ ৫০০ এমবি ডেটা দেওয়া হবে।

মুকেশ আম্বানির কোম্পানি জিও এর তরফে জানানো হয়েছে যে বর্তমান সারাদেশে ২৫০ মিলিয়ন টুজি মোবাইল গ্রাহক রয়েছেন। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ফিচার ফোন। এই ফোনে ইন্টারনেটের সুবিধা থাকে না। সারা বিশ্বজুড়ে যে সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে সেই সময়ে ভারতে এই ধরনের টুজি মোবাইল পরিষেবা নেওয়া গ্রাহকরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে এবার সারা ভারতকে টুজি মোবাইলের খরচে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে রিলায়েন্স জিও কোম্পানি। ফলে অতি কম খরচে গ্রাহকদের ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করার জন্য এবার জিও ভারত নামে নতুন মোবাইল ফোন বাজারে নিয়ে এসেছে এই কোম্পানি। এই পরিষেবার মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ জনতা ইন্টারনেট পরিষেবা থাকা মোবাইল ফোনের সুবিধা পেতে সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে রিলায়েন্স জিও।

JioBharat
4G digital life
Jio
₹999
Only
RELIANCE JIO LAUNCHES CHEAPEST
INTERNET-ENABLED PHONE

সীমান্ত সমস্যা

তিব্বত ও পশ্চিম জিনজিয়াং প্রদেশের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাকে তারা শাসন করে

অনির্ধারিত পর্বতচূড়া : ইন্দোচীন সীমান্তে ৩ বছর ধরে অস্থিরতা

নয়া দিল্লি : চীন ও ভারতের যেসীমান্ত সমস্যার ফলে ২০২০ সালে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছিল তা সমাধান করার কূটনৈতিক উদ্যোগ যখন সামান্য এগিয়েছে তখন এই দুই দেশ তাদের দাবিকে জোরালো করার জন্য সামরিক পরিকাঠামো নির্মাণ করার দিকে এগোচ্ছে। ছয় মাস ধরে ধারণ করা উপগ্রহ চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আলগাভাবে চিহ্নিত প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার চীনের দিকটায় তাদের উপস্থিতি ভাল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। । উল্লেখ্য, এই প্রকৃত লাইন অফ কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ রেখা আকসাই চীনের বিতর্কিত হিমালয় অঞ্চলে দেশগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত হিসেবে কাজ করে।

যেখানে আগে ছড়ানোছেটানো চেকপয়েন্ট বা তল্লাশি চৌকি ও সাধারণ সামরিক ঘাঁটি দেখা যেত, সেখানে চীন এখন সড়ক, আউটপোস্ট ও আধুনিক আবহাওয়ানিরোধক শিবির গড়ে তুলেছে। এই শিবিরে রয়েছে গাড়ি রাখার জায়গা, সৌর প্যানেল ও হেলিপ্যাড ইত্যাদি। চ্যাট্যাম হাউজ রিপোর্ট থেকে এমনটাই জানা গেছে।

চীনের পরিকাঠামো নির্মাণের সাথে পাল্লা দিতে ভারতও উদ্যোগ নিয়েছে। তবে, এদের দিকে কাজের গতি অনেক কম। লাদাখ স্বশাসিত পর্বত উন্নয়ন পরিষদের সীমান্ত নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধি কনচক স্ট্যানজিন ব্যাপক পরিমাণে ভারতীয় সেনা মোতায়েনের পাশাপাশি বড়রকম উন্নয়নের আহ্বান জানিয়েছেন।

লেহতে ভিওএকে তিনি বলেন,পাল্টা পরিকাঠামো নির্মাণের গতি এখনও ধীর এবং সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগের এখনও অভাব রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতীয় লাদাখ অঞ্চলের বৃহত্তম শহর লেহ। আকসাই চীনকে তারা নিজেদের অংশ বলে দাবি করে।

এই দাবিকে নাকচ করে দিয়েছে বেজিং। তিব্বত ও পশ্চিম জিনজিয়াং প্রদেশের অংশ হিসেবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ জায়গাকে তারা শাসন করে। যদিও উচ্চতা ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে এই অঞ্চল বসবাসের অযোগ্য, তাহলেও ওই দুই অঞ্চলের মধ্যে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র তৈরি করেছে অঞ্চল।

जल्द ही आपके
हाथों में होगा
राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
का बांग्ला संस्करण
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক হিংসা কোথাও তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, আবার কোথাও ভোটকর্মীকে তাড়িয়ে বুথ দখল করা হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় উত্তর দিনাজপুর জেলায় ব্যাপক সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। কোথাও তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আবার কোথাও নির্বাচনী কর্মীকে তাড়িয়ে দিয়ে বুথ দখল করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের ভাটপোখরে অবস্থিত ৭৮ নম্বর বুথে 'ভুয়া ভোট' দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বলা হয়েছিল সকাল আটটায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ শেষ করতে হবে। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এখানে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন প্রার্থী। সকাল থেকেই তার লোকজন বুথ দখল করে চাঁপা ভোট শুরু করে। ৮ টার মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ হয়. অভিযোগ, দুস্কৃতীদের ভয়ে ভোটকর্মীরা বুথ থেকে বেরিয়ে যান। একই জেলার ইসলামপুরে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূল কর্মী মুজাফফর হোসেন। ঘটনার পিছনে বিদ্রোহী বিধায়ক করিম চৌধুরীর সমর্থকদের হাত রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় আহত বেশ কয়েকজনকে ইসলামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একই সময়ে, জেলার গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের ১৪০ নম্বর লোধন বুথে তৃণমূল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অগ্নিগর্ভ মালদার চাঁচল কলেজ রোডে দাউ দাউ করে জ্বলছে একাধিক মোটরবাইক

মালদাঃঅগ্নিগর্ভ মালদার চাঁচল। কলেজ রোডের ঘটনা। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। একাধিক মোটরবাইক পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী স্কুলে ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা চালায় তৃণমূল। বহিরাগতদের নিয়ে ছাপ্পা ভোটের চেষ্টা হয়। তাদের প্রতিরোধ করতে যান কংগ্রেস কর্মীরা। দুস্কৃতীরা পালিয়ে গেলেও তাদের মোটরবাইকগুলি ফেলে রেখে যায়। এরপরে মোটরবাইক ভাঙচুর করে আগুন।

পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্য জুড়ে সহিংসতা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ সারা রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সন্ত্রাস, হিংসা ও গণহত্যা চলছে তার প্রতিবাদে আজ ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে ভেনাস মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলটি ভেনাস মোড় থেকে শুরু হয়ে সেবক মোড় হয়ে ভেনাস মোড়ে এসে শেষ হয়। এই প্রতিবাদ মিছিল শেষে নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহার কুশপুতুল দাহ করেন বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকেরা। এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মন।

মালদহের কালিয়াচকে ব্যালট বাক্স লুট করে ব্যালট পেপারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

মালদা ঃ ব্যালট বক্স লুঠ করে ব্যালট পেপারে আগুন ধরিয়ে দিল দুস্কৃতীরা। ঘটনার প্রতিবাদে পুনর্নির্বাচনের দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেসীরা। ঘটনাস্থল মালদার কালিয়াচক ১নং ব্লকের ছাড়কাটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল শাসক দল তৃণমূলের দিকে। পাশাপাশি ইংরেজি বাজারের মিক্ষি এলাকার একটি বুথে ছাপ্পা ভোট সেই ছবি রীতিমতো ছড়িয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া

রাস্তা না থাকলে ভোট হবে না, রাস্তার দাবি পূরণ না হলে মালদহের ১২২এ ও ১২২ নম্বর বুথে মানুষ ভোট দেয়নি

মালদা ঃ রাস্তা নেই ভোট নেই। এমনই অভিযোগ তুলে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মালদা জেলার হবিবপুর থানার রাধাকান্তপুর গ্রামের ১২২এ ও ১২২বি বুথের প্রায় ১৩০০ ভোটার। তাদের অভিযোগ বহুদিন ধরে ওই বুথে রাধাকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর, জগন্নাথপুর সাধারণ মানুষ ও এলাকার রাস্তা ও সেতুর দাবি জানিয়েছেন। তা সত্ত্বে তাদের কোন সুরাহা হয়নি তাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। ১২২ এ ও ১২২ বি বুথে ভোট কর্মীরা ও কেন্দ্র বাহিনী ভোটকেন্দ্রে আসলেও এলাকার সাধারণ মানুষ ভোট না দিয়ে ভোট বয়কট করেন। জানা গেছে ঐ বুথে গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন রাজনৈতিক দল প্রার্থী দেয়নি।অন্য জায়গায় থেকে পঞ্চায়েত সমিতি, ও জেলা পরিষদের প্রার্থী দিলেও ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ ভোট দিতে যায়নি। এখন দেখার বিষয় বিকেল পর্যন্ত কোন ভোট পরে কি না।

উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল ও কংগ্রেসের সংঘর্ষে এক কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়েছেন

উত্তর দিনাজপুর ঃ তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সংঘর্ষ জামিরুদ্দিন নামে এক কংগ্রেস কর্মির মৃত্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাগির বস্তি এলাকা। বোমের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত বেশ কয়েক জন। মৃত জমিরুদ্দিনকে পুলিশ ইসলামপুর হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

ব্যালট বাক্সে জল ফেলার অভিযোগে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির ৩০৭'১৯ নম্বর বুথে ভোট স্থগিত

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ীর ১৯ এর ৩০৭ নম্বর বুথে ব্যালট বক্সের ভেতর জোট প্রার্থী জল ঢেলে দেওয়ার ফলে ভোট গ্রহণ বন্ধ ,গোটা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে তৃণমূল ও জোট প্রার্থীর মতবিরোধের কারণেই জোট প্রার্থী ব্যালট বক্সের ভেতর জল ঢেলে দেয় এবং ব্যালট বক্স টি বুতের ভেতর থেকে বের করে বাইরে ফেলে দেওয়া অভিযোগ করলেন তৃণমূলের পক্ষ থেকে তবে জোট প্রার্থীর পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে তৃণমূল এর সমর্থকেরা ভোটকেন্দ্রের ভেতর জোর দবরদস্তি মানুষদের তৃণমূলে ভোট দেওয়ার জন্য বাধ্য করছে কে বা কারা ব্যালট বক্সের ভেতর জল দিয়েছে তা জানেন না ইতিমধ্যেই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে

শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী প্রভাকর সিং অপহরণের ঘটনার মাস্টার মাইন্ডকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।ধৃতের নাম নবলেশ কুমার

শিলিগুড়ি ঃ প্রসঙ্গত, গত ২৪ জুন শিলিগুড়ির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারি মেনই রোডে একদল দুস্কৃতী ব্যবসায়ী প্রভাকর সিংকে বন্দুক দেখিয়ে অপহরণ করে।ঘটনার পর ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করতে তদন্তে নামে এসওজি, ডিডি এবং প্রধাননগর থানার পুলিশ।তদন্তে নেমে একে একে ৫ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।কিন্তু মাস্টার মাইন্ডের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।অবশেষে ঘটনার প্রায় ২ সপ্তাহের মধ্যে মাস্টার মাইন্ডকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রভাকর সিংকে তাঁর বন্ধুই টাকার জন্য অপহরণ করায়।ধৃত নবলেশ কুমারও রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ী।প্রভাকর সিং ব্যবসার জন্য নবলেশকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন। নবলেশের কাছ থেকে সেই টাকা ফেরত চাওয়া নিয়ে দুজনের মধ্যে বিবাদ হয়।টাকা যাতে দিতে না হয় সেকারণে প্রভাকর সিংকে অপহরণ করায় নবলেশ।আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

বিজেপির পোলিং এজেন্ট কে গুলি করে খুন করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ নির্বাচন শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বিজেপি পোলিং এজেঃট মাধব বিশ্বাসকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাস বুথ কেন্দ্রে ঢুকতে যাওয়ার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়।তারপরে উত্তেজনা ছড়ালে তাকে গুলি করা হয়। ঘটনায় আহত হয়েছে বিজেপির প্রার্থীও। বিজেপি প্রার্থী মায়া বর্মন সরকার বলেন, ফলিমারী ৩৮ নম্বর বুথে পোলিং এজেন্ট নিয়ে মূলত সমস্যা তৈরি হয়।অভিযোগের তীর তৃণমূলের দিকে,তারা পোলিং এজেন্টকে দরজার সামনে নিয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ একটি আওয়াজ হয়, সম্ভবত সেটি গুলির আওয়াজ। সেখানেই লুটিয়ে পড়ে তার পোলিং এজেন্ট মাধব বিশ্বাস। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এলাকা থমথমে। এ বিষয়ে শাসক দলের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শনিবার সকাল আনুমানিক আটটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।

বৃষ্টি কে উপেক্ষা করেই পাহাড়বাসীকে উৎসবের মেজাজে ভোট দিতে দেখা গেল

দার্জিলিং ঃ সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে যেখানে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে।সেখানে পাহাড়ে ঠিক তার বিপরীত ছবি। পাহাড়ে সকাল থেকেই হালকা ও মাঝারী বৃষ্টিপাত শুরু হয়। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলেও তা উপেক্ষা করেই পাহাড়বাসীকে উৎসবের মেজাজে ভোট দিতে দেখা যায়। তার কারণ একটাই। ২২ বছর পর পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে পাহাড়ে। তবে দ্বিস্তরীয় নয়, ত্রিস্তরীয়। পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণটাও রাজ্যের সমীকরণ থেকে একদমই আলাদা। সেখানে লড়াইটা ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ও তৃণমূল কংগ্রেসের জোটের সঙ্গে প্রধান বিরোধী বিজেপি সহ আটটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জোটের সঙ্গে। শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচনে পাহাড়ে একচ্ছত্র রাজ ছিল জিএনএলএফের। আর এখন পাহাড়ের রাশ অনিতের বিজিপিএমের হাতে। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামের রাশ কার ক্ষমতায় থাকে সেটাই দেখার বিষয়।

মানবিকতার ছবি তিস্তা পারে

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত ভোটে যখন হিংসার আগুনে জ্বলছে গোটা বাংলা। ঠিক তখনই উল্টো ছবি ধরা পড়লো জলপাইগুড়ি তিস্তা পারে। ভোট গনতান্ত্রিক অধিকার। বাবার কাজ করতে গিয়ে গনতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে যাতে কোন ছেদ না পড়ে তার জন্য সাত সকালে ভোট গ্রহন কেন্দ্রে এসে ভোট দিয়ে গেলেন দুলাল মল্লিক।মানবিকতার ছবি ধরা পড়লো জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড়ের সারদাপল্লী ১৭১৫৮ নম্বর বুথে। ১১ দিন আগে দুলাল বাবুর বাবা মারা গেছেন।আজ কাজ,কাজের ব্যস্ততায় ভোট যাতে মিস না হয় তার জন্য সকাল সকাল ভোট দিতে চলে আসেন দুলাল বাবু।সহৃদয় এলাকার ভোটাররাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সবার প্রথমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাবার কাজে বসার আগে নিজের অধিকার প্রয়োগ করতে পেরে খুশি দুলাল মল্লিক।

মালদহের চাঁচলে বুথ দখল ও কংগ্রেস প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ চাঁচল ১ নং ব্লকের মতিহারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জামগাছি বুথে বুথ দখলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আসনের গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস প্রার্থীর স্বামী এবং ১৪ নং জেলা পরিষদ আসনের কংগ্রেস প্রার্থী রোজিনা খাতুন। ওই আসনের তৃণমূল প্রার্থী সাইরা বানুর স্বামী বিদায় জেলা পরিষদের সদস্য সামিউল ইসলামের নেতৃত্বে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তাদের মারধর করে বলে অভিযোগ।

বাংলা ভাষা রক্ষার্থে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণহেতু স্থানীয় বাঙালিদের দ্বারা কোডারমা জেলা প্রশাসকের হাতে দাবীপত্র অর্পণ

কোডারমা (সন্দীপ মুখার্জী) ঃ ঝাড়খণ্ডে বাঙালিদের অধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিতে রাজ্যব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তারই প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে শনিবার কোডারমা জেলার বঙ্গভাষীদের পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ড বাঙালী সমিতি ও নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, কোডারমা শাখা দ্বারা কোডারমা জেলা প্রশাসকের হাতে দাবীপত্র তুলে দেওয়া হল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ ও উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে পূর্ব সিংভূম, পশ্চিম সিংভূম, বোকারো, ধানবাদ, গিরিডি, সরাইকেলাখরসোঁয়া, রাঁচি প্রভৃতি জেলাগুলি থেকেও অনুরূপ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে, ঝাড়খণ্ডের বিয়াল্লিশ শতাংশ বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি আজ সংকটাপন্ন সরকারি অবহেলার কারণে। স্কুলগুলিতে বাংলা পঠনপাঠন ও পুস্তক সরবরাহ প্রায় বন্ধের মুখে, পরিকাঠামোর অভাবের নানান দোহাই দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের রেলওয়ে স্টেশনগুলির নামের ফলকে বাংলাকে ধীরে ধীরে মুছে ফেলা হয়েছে। এ যেন এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, তৎকালীন বিহার বা অধুনা ঝাড়খণ্ডে স্থানীয় অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালিদের অবদান অনস্বীকার্য। আর, প্রবাসে নিজস্ব ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও স্বকীয়তা বজায় রাখা মোটেই দুরূহ ছিল না বাঙালিদের পক্ষে। কিন্তু, ধীরে ধীরে নিরন্তর কুঠারাঘাতের প্রভাবে জর্জরিত রাজ্যের বাঙালিরা বাধ্য হয়ে দলমত নির্বিশেষে একতাবদ্ধভাবে আঃেদালনের পথ বেছে নিয়েছে। আগামীদিনে প্রয়োজনে অধিকার রক্ষার স্বার্থে রাজধানীতে বিশাল জমায়েত ও মিছিল বা অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণে আজ তারা বদ্ধপরিকর ‑ এই সমস্ত কথা উঠে আসে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। স্মারকলিপি প্রদানকালে স্থানীয় বাঙালিদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ড বাঙালী সমিতি, কোডারমা শাখার সম্পাদক উত্তম চ্যাটার্জী, কমল দত্ত, সুনীল দেবনাথ, বিমল চ্যাটার্জী, সন্দীপ মুখার্জি, অসীম মুখার্জি, বিপুল গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

সন্ধ্যা নামলেও এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা পৌঁছয়নি

জলপাইগুড়ি। সন্ধ্যা নামলেও এখনও পর্যন্ত জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা পৌঁছয়নি। স্বভাবতই আতঙ্কিত ভোট কর্মীরা । জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতকাটা আর আর প্রাথমিক স্কুল ও বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয় সব বেশ কয়েকটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের কর্মীরা জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী না আসায় ভয় তো হচ্ছেই। সূত্রের খবর, স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পাঠানো হয়েছে। হাতে গোনা মাত্র কয়েক কোম্পানি বাহিনী পাওয়া গিয়েছে। তবে বৃষ্টির কারণে অনেক বুথেই জল জমে কাঁদা রয়েছে। ফলে ভোটারদের লাইনে দাঁড়াতে কিছুটা হলো সমস্যায় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার এবং দিদির লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্পটি দুর্দান্ত সাড়া পাবে ঃ বিবেক গুপ্তা

মালদা ঃঅভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার কর্মসূচি জন জোয়ারে পরিণত হয়েছিল। তার সাফল্য দেখতে পাওয়া গেলো। তার পাশাপাশি দিদির স্বপ্নের লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নির্বাচনী প্রচারে জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতি বিবেক গুপ্তা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে মালদা টাউন স্টেশনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। মালদা টাউন স্টেশনে তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতির সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মালদা জেলা হিন্দি সেলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র সরকার, এমডি অভিষেক, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতা ফেরার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিবেক গুপ্তা বলেন, অভিষেক ব্যানার্জীর নব জোয়ার থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক প্রকল্পের ব্যাপক সাড়া দেখতে পাওয়া গেলো। তার পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। তিনি জানান কংগ্রেস সিপিএম এবং বিজেপি একসাথে জোট বেঁধেছে দিদিকে হঠাবার জন্য। কিন্তু বাংলার মানুষ দিদির পাশে আছেন। বাংলার মানুষকে নিয়ে আগামীতে, দিল্লির বুকে আন্দোলন গড়ে তুলবেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিলিগুড়িতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস

শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শঙ্কর মালাকার।পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪২ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে গোটা রাজ্যে। একইভাবে শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির ভেনাস মোড়ে অবস্থিত দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যালয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ছবিতে মাল্যদান করে, পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে দিনটি উদযাপন করে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা।

কোচবিহারে নির্বাচনী তোলপাড়, দিনহাটা ও মাথাভাঙ্গায় গুলি, ব্যালট বাক্স লুট

কোচবিহার ঃ ভোটকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই কোচবিহারে তুমুল উত্তেজনা। দিনহাটা, মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন বুথে গুলি চালানো হয়েছে, কোথাও কোথাও বোমাবাজি হয়েছে। আহত হয়েছেন তৃণমূল, বিজেপি সহ বিভিন্ন দলের কর্মী এমনকি ভোটাররাও। মাথাভাঙ্গার হাজরারহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২২৮ নম্বর বুথে প্যালটবক্স লুট করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। সকাল থেকে ওই বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছিল ছাপ্পা ভোটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ভোট বয়কট করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে ভোটাররা তারপরেই ব্যালট বক্স নিয়ে পালায় বিজেপি সমর্থিত কর্মীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায় চলছে বোমাবাজি।

ফের দিনহাটায় গুলি। এবার দিনহাটার ছোট ফলিমারী এলাকায় ভোটের লাইনে গুলি চালানোর অভিযোগ দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় শাহিদুল মিয়া নামে একজন ভোটার আহত হয়েছেন। তাকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর তার পায়ে গুলি লেগেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা।

দিনহাটার পর এবার গুলি চললো মাথা ভাঙ্গায়। মাথাভাঙ্গার হাজরারহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতাপাড়া এলাকায় ২১১২ নম্বর বুথে তৃণমূল কর্মী বিপ্লব সান্যাল কে বিজেপির গুন্ডা বাহিনী গুলি চালিয়ে বুথের ভেতর থেকে ব্যালট বক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় উত্তেজনা গোটা এলাকায়।

তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের রামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩৫ এবং ২৩৬ নম্বর বুথে ব্যালট বাক্স এবং ব্যালট ছিড়ে ফেলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা।

ব্যালট বাক্স নয়নজুলিতে, ঘটনার দায় নিয়ে নির্দল ও তৃণমূলের মধ্যে চাপানউতোর

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বরহনগছ বুথে ব্যালট বাক্স লুট করে নয়নজুলিতে ফেলে দেয় দুস্কৃতীরা। ঘটনার দায় নিয়ে নির্দল ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। ওই এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতির নির্দল প্রার্থী রফিক আলমের অভিযোগ, ওই বুথে গন্ডগোলের আশঙ্কা বুঝতে পেরে আমরা স্থানীয় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে ফোন করি তারপর কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে, কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যেতেই পরাজয় বুঝতে পেরে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা বুথে ঢুকে ব্যালট বাক্স লুট করে পাশের নয়নজুলিতে ফেলে দেয়,যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা অভিযোগের দায় অস্বীকার করেছে। ঘটনার পর এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।

প্রিসাইডিং অফিসারের ব্যাগের ভেতর থেকে ব্যালট পেপার উদ্ধার

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া চা বাগানে ১১১৪২ নং বুথে প্রায় এক ঘণ্টা যাবৎ ভোট বন্ধ আছে। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ ১৭৩জন ভোটার ভোট দিয়েছে কিন্তু ব্যালট ব্যবহার হয়েছে ৪০০।প্রিসাইডিং অফিসারের ব্যাগের ভেতর থেকে ব্যালট পেপার পাওয়ার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে প্রিসাইডিং অফিসার।বর্তমানে ভোট গ্রহণ বন্ধ আছে। ভোট কেন্দ্রের বাইরে কয়েকশো ভোটার দাড়িয়ে আছে ভোট দেওয়ার অপেক্ষায়।ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌছেছে।

উত্তর দিনাজপুরে ভোটের সময় তৃণমূলের নির্দলীয়রা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বহরগাছ এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীর ভাইকে মারধরের অভিযোগ। তৃণমূলস্বতন্ত্ররা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থীর ভাই ভোট দিতে এলে স্বতন্ত্র সমর্থকরা তাঁকে মারধর শুরু করে। এ ঘটনায় প্রার্থীর ভাই আহত হয়েছেন। তাকে চিকিৎসার জন্য ইসলামপুর বিভাগীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মালদায় তৃণমূল সমর্থক ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বোমাবাজি, মৃত্যু হল এক মহিলার

মালদা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারো উত্তপ্ত মালদার ইংলিশ বাজার ব্লক এর ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন নগরীয়া এলাকায় তৃণমূল ও কংগ্রেস কর্মীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। অভিযোগ এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয় দুপক্ষের এই বৃষ্টি এরপর পরপরই বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। যদিও এই ঘটনায় এক তৃণমূল প্রার্থীর শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে নাম তাসলিমা দেওয়া এমনটা জানা যাচ্ছে। ঘটনায় আরো বেশ কয়েকজন আহত রয়েছে তৃণমূল কর্মী। পরিস্থিতির আনতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থেকে রাজ্য পুলিশের কর্মীরা। গোটা পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ভোটাররা ভোটকেন্দ্রোমুখি হয় তার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।

তৃণমূল কংগ্রেসের সংঝর্ষে উত্তপ্ত রয়ে উঠল মালদহের কালিয়াচকের নওদা যদুপুর

মালদহ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সংঝর্ষে উত্তপ্ত রয়ে উঠল মালদহের কালিয়াচকের নওদা যদুপুর। অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বুথ দখলের চেষ্টা করেন বকুল শেখের ভাই রাজু শেখ। সে সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলে কংগ্রেস। অভিযোগ, গুলিও চলেছে। রাহুল শেখ নামেষএকষযুবক আহতষহন। তাঁকে মালদহ মেডিক্যালে পাঠানো হচ্ছে। সে সময় নওদা যদুপুরের কলিমুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকর্মীরা আতঙ্কে বুথ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁদের আটক করে ফের বুথে নিয়ে যান কংগ্রেস কর্মীরা। রাস্তায় বাঁশ নিয়ে দাঁপাদাপি চলছে। পুলিশ নির্বিকার বলে অভিযোগ।

কোচবিহারে দুস্কৃতীদের মারধরে আহত ২ তৃণমূল কর্মী

কোচবিহার ঃ দিনহাটা ২ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শচিন্দন ৭৯০ নং বুথে তৃণমূল কর্মী কে মারধোরের অভিযোগে দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত আলোমগীর শেখ বলেন, সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৯০ নং বুথে ভোট দেবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময় নির্দল আশ্রিত দুস্কৃতীরা তাদের মারধর করে। তাদের মারে দুই তৃণমূল কর্মী আলীম শেখ আহত হয়েছেন। তাদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি

'তৃণমূল,বিজেপি নয়, এবার পঞ্চায়েত ভোটে বামেদের ওপর ভরসা' ঃঅশোক ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি ঃতৃণমূল, বিজেপি নয়, এবার পঞ্চায়েত ভোটে বামেদের ওপর ভরসা রাখছে সাধারণ মানুষ।শনিবার অম্বিকানগরে প্রচারে বেরিয়ে এমনটাই জানালেন সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য।লড়াইটা কঠিন হলেও হাল ছাড়ছে নারাজ বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য।দলও তাঁর ওপরেই ভরসা রাখছে। সে কারণে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে। দায়িত্ব নিয়েই প্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন অশোক ভট্টাচার্য। সারাও মিলছে বেশ ভালোই।

আজকের দিনটি

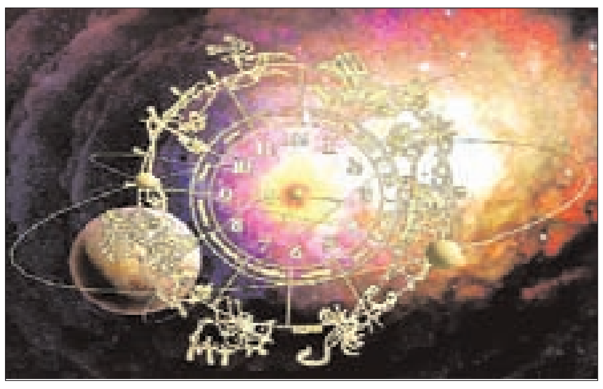

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

বীরভূমে ভোট ঘিরে রক্তাক্ত পুড়ল ব্যালট মারামারি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃশনিবার রাজ্যে দশম ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো । বীরভূম জেলার অধিকাংশ বুথে দেখা মেলেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর । সিউড়ি একনং ব্লকের তিলপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের সুরেশ ব্যানাজী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের বাইরে জমায়েত সরিয়ে দেয় পুলিশ । সকালে ময়ূরেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রের কাঞ্চনা গ্রামের বিজেপি প্রার্থী টুলুরানী মন্ডলের বাড়িতে বাঁশ,কাটারি,লাঠি নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠে অশোক ভল্লার নেতৃত্বে তৃণমূলের বিরুদ্ধে । টুলুরানীর স্বামী পোলিং এজেন্ট প্রবীরকুমার মন্ডলকে বুথ থেকে বের করে দেয় তৃণমূল । ভোটের দিন রামপুরহাট এক নং পঞ্চায়েতসমিতি উনিশনং আসনে বিজেপিপ্রার্থী কালিচরন হেমব্রম তৃনমূলে যোগদান করে । নবাগতের হাতে তৃনমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেয় বনহাট গ্রামপঞ্চায়েতের বিদায়ী প্রধান জাহিরুল ইসলাম । প্রাননাশের ভয় দেখিয়ে তৃনমূলে যোগদান করিয়েছে অভিযোগ বিজেপির । রামপুরহাট একনং ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের পাইকপাড়া, খড়িডাঙা,কাঁদাসীন এবং দিঘীরপাড় গ্রামে বুথ জ্যাম করে ছাপ্পার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে । রামপুরহাটের ছাব্বিশনং বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে । সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় ভিডিও । ইলামবাজার ব্লকের নানাশোল গ্রামপঞ্চায়েতের পাঁচতেঁতুল গ্রামের ৯৫ নং বুথে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে । ময়ূরেশ্বরের ঘোষপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুথ ভাঙচুর ব্যালট পেপার পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ । পুকুরে ভাসছে ব্যালট পেপার কোনোক্রমে পালিয়ে প্রানরক্ষা ভোটকমীদের । দাসপলশা গ্রামে তৃনমূল প্রার্থীর মাথার অভিযোগ উঠে নির্দল সমর্থকদের বিরুদ্ধে । আমোদপুর জটাধারিপল্লী রজতভূজন দত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৪ নং বুথে ছাপ্পার ভোটের অভিযোগ । রাজচন্দ্রপুর গ্রামে ব্যালট বাক্স লুট ও বাইক সহ ব্যালট পেপার পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । নানুর ব্লকের কড়েয়া কড়ুইচন্ডী উচ্চ বিদ্যালয়ের দুটি বুথ থেকে পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে পোলিং এজেন্টের বাড়িতে গিয়ে শাসাচছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা । রামপুরহাট একনং ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের খড়িডাঙ্গা পাঁচনং বুথ দখল নেয় তৃণমূল । সিপিএম প্রার্থী বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদে । তৃণমূলকর্মীর মাথা ফাটানোর অভিযোগ খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোর গ্রামপঞ্চায়েতের আটনং বুথে নির্দল প্রার্থীর বিরুদ্ধে । সিউড়ি একনং ব্লকের বড়মহুলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৩ নং বুথে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে রাস্তায় ফেলে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সিউড়ি থানার আইসি নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ২১২ নং বুথে চরম অব্যবসথায় নাজেহাল হয় ভোটকমীরা । বুথের ভেতরে তৃনমূল ভোট দিতে প্রভাব খাটায় বলে অভিযোগ বিজেপির । বুথের ভেতরে জমায়েত করে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির । রামপুরহাট একনং ব্লকের মাশরা গ্রামপঞ্চায়েতের তাঁতবাঁধা জুনিয়র স্কুলের তিনটি বুথের দখল নেয় তৃণমূল । বিরোধী প্রার্থী কর্মীদের ভাগিয়ে মারধর করে । নারায়নপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ইন্দ্রোডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দশনং বুথে পুলিসের উপস্থিতিতে ছাপ্পা মারার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সিপিএম পোলিং এজেন্টকে মেরে বের করে দেয় । সাত জুলাই রাতে মুরারই একনং ব্লকের খানপুর হামিদপুর গ্রামে কংগ্রেস কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । জখমরা রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

৭ দিনের মধ্যে সরকার পতনের চূড়ান্ত কর্মসূচি

ঢাকা ঃ ছোটবড় ৩৬টি রাজনৈতিক দল নিয়ে সরকার পতনের চূড়ান্ত আঃেদালনে যাচ্ছে বিএনপি। বিএনপি এবং তার যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে দেয়া হবে যৌথ কর্মসূচি।

তারা একই সঙ্গে নির্বাচনকালিন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার এবং নির্বাচন পরবর্তী সরকারের রূপরেখাও ঘোষণা করবেন। তাদের এক দফা দাবি হলো, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন।

যদি সরকার নিজে থেকে পদত্যাগ না করে,তাহলে তারা সরকারের পতন ঘটিয়ে দাবি আদায়ের কথা জানিয়েছেন। ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দ্রুত নিজেদের দাবি এবং আন্দোলন পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন তারা।

বিএনপি এরইমধ্যে তাদের সমমনা দল ও শরিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক করার কাজটি অনেকটা শেষ করে এনেছে। ১০ জুলাই গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে তাদের সর্বশেষ বৈঠকটি হওয়ার কথা রয়েছে। গণতন্ত্র মঞ্চের শরিক গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি জানান, ''আমরা বিএনপির সঙ্গে দীর্ঘদিন বৈঠকের পর এক দফার আন্দোলন নিয়ে একমত হয়েছি।''

তিনি আরো বলেন, ''এই সরকার আদালতের রায়কে বিকৃত করে সংবিধান সংশোধন করে ক্ষমতায় আছে। এটা তো হতে দেয়া যায়না। আওয়ামী লীগের জন্য সহজ পথ হলো, আদালতের রায়কে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনা। তাদের কাছে ক্ষমতা দিয়ে বিদায় নেয়া। সেটা না করলে জনগণ এই সরকারকে বিদায় করবে।''

তার কথা, ''আন্দোলনের জন্য পর্যাপ্ত সময় আছে। এখনো হাতে ছয় মাস আছে। আমরা ১০ জুলাই বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করব। এরপর সবকিছু চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হবে।''

গণতন্ত্র মঞ্চ সাতটি রাজনৈতিক সংগঠনের একটি জোট। গণঅধিকার পরিষদ এই জোট থেকে বের হয়ে গেছে। তবে তারা যুগপৎ আন্দোলনে আছে। জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটে আছে ১১টি রাজনৈতিক দল। এই জেটের শরিক ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) চেয়ারম্যান ড. ফরিদুজ্জামান ফরহাদ বলেন, ''বিএনপির সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে গতমাসের ৮ তারিখে। আমরা শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে একমত হয়েছি।'' চলতি মাসের ১৫ তারিখের চূড়ান্ত যৌথ কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে জানিয়ে তিনি বলেন, ''এই সরকারকে আমরা আর সময় দিতে চাইনা।''

জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী মোস্তফা জামাল হায়দারের নেতৃত্বে আছে ১২ দলীয় জোট। যুগপৎ আন্দোলনে আরো আছে গণফোরাম, বাংলাদেশ পিপলস পার্টি, কিছু ইসলামি রাজনৈতিক দল এবং পেশাজীবীদের একটি জোট।

গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, ''আমরা সবাই এক দফার দাবিতে একমত। এখন চূড়ান্ত আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার অপেক্ষা। আমাদের মূল দাবি এই সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। আমরা দ্রুতই যৌথ বা আলাদা আলাদা সংবাদ সম্মেলন অথবা ঢাকায় একটি বড় সমাবেশের মাধ্যমে আমাদের যুগপৎ চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করব।''

জানা গেছে, এই দলগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের কাজ চলছে। দলগুলোর নেতারা বলছেন, তাদের কর্মসূচির মধ্যে ঘেরাও, অবরোধ ও হরতালের মতা কর্মসূচি নিয়েও ভাবা হচ্ছে।

সরকারের অবস্থান অনুযায়ী মাঠের কর্মসূচিকে কঠোর করবেন বলে জানান তারা। নেতারা আরো বলছেন, তারা একই কর্মসূচি যুগপৎ ভাবে যার যার অবস্থান থেকে পালন করবেন। তবে তারা এক পর্যায়ে গিয়ে একই মঞ্চে কর্মসূচি পালন করবেন।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ''আমাদের যুগপৎ আন্দোলনে যারা আছেন তাদের সবার সঙ্গেই আমাদের মেটামুটি কথা বলা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাদের যা সিদ্ধান্ত, তা হলো ১৫ জুলাইর মধ্যে আমরা যুগপৎ চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা করব।''

আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''আমরা এক দফার আন্দোলনে যাচ্ছি। এক দফার আন্দোলন মানে সরকারের পতনের আন্দোলন। সরকার পদত্যাগ করলে আমাদের অন্য দাবি এমনিতেই পূরণ হবে।'' হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও ছাড়া আর কোনো কর্মসূচির কথা ভাবা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ''এগুলো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচি। এর বাইরে আরো নতুন কোনো কর্মসূচি আসবে কিনা তা সময়ই বলে দেবে।''

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''আমাদের আগের সমাবেশের কর্মসূচির সময় দেখেছি আওয়ামী লীগ পাল্টা কর্মসূচি দেয়। আমরা কর্মসূচির দিনও পরিবর্তন করে দেখেছি, তারাও পরিবর্তন করে। তারা তো বলেছে যে তারা পাহারা বসিয়েছে। আমরা এবারো শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করব। তবে সরকারের মনোভাবের ওপর নির্ভর করবে সেটা কেমন হয়।''

এসবের জবাবে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, ''বিএনপির এই এক দফার আন্দোলনে দেশের মানুষ ভীত নয়, আওয়ামী লীগও ভীত নয়। তবে বিএনপি আন্দোলনের নামে যদি কোনো সহিংসতা করে, যদি ২০১৩-১৪ সালের মতো গান পাউডার দিয়ে সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করে জনগণ তাদের প্রতিরোধ করবে।''

কামাল হোসেন বলেন, ''আওয়ামী লীগও শান্তি সমাবেশ নিয়ে মাঠে থাকবে। আমরা আমাদের দলীয় কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকব। আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থাকব। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী দেশিবিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে আমরা দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করব।''

রোহিঙ্গা গণহত্যা ঃ তদন্তের সুযোগ দিচ্ছে না মিয়ানমার

ঢাকা ঃ রোহিঙ্গাদের ওপর সংগঠিত গণহত্যা তদন্তে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রতিনিধিদের মিয়ানমার সরকার দেশটিতে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন সংস্থাটির চিফ প্রসিকিউটর করিম এ খান। তবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। ঢাকায় শুক্রবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে চলমান মামলাটি খুব জটিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ''এই মামলার ট্রায়াল কবে শেষ হবে তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলা যাবে না। আমি ইউক্রেনের অমানবিক ঘটনারও তদন্ত করছি। ইউক্রেনের মামলার সঙ্গে রোহিঙ্গা মামলার পার্থক্য হচ্ছে যে তথ্যউপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ইউক্রেন যেতে পারছি। কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে মিয়ানমার যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না।সে দেশের সরকারের অনুমতি পাচ্ছি না।''

করিম এ খান বলেন, ''মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যার মত অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন কারা ঘটিয়েছে এবং কাদের নির্দেশে এমন অমানবিক ঘটনা ঘটেছে তাদেরকে চিহ্নিত করার জন্য জন্য কাজ করছি। আমি আশাবাদী যে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।''

করিম এ খান কক্সকাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের পর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে গণহত্যার অভিযোগ, তা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষ্য নিতে কক্সবাজারে যান তিনি।

গণহত্যার জন্য দায়ীদের খুঁজে বের করতে সামনের বছর আবারও বাংলাদেশে আসবেন বলে রোহিঙ্গাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। করিম এ খান বলেন, ''বিশ্বে যাই ঘটুক না কেন বিশ্ববাসী রোহিঙ্গা সংকট ভুলে যেতে পারে না।''

রোহিঙ্গা গণহত্যার তদন্তে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে এসে তিনি জানান, কুতুপালং ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় তিনি রোহিঙ্গা যুব গোষ্ঠীর সঙ্গে আইসিসির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেছেন।তরুণেরা কিভাবে ন্যায়বিচার প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে পারেন তা তিনি বিবেচনা করছেন। কুতুপালং ক্যাম্পে প্রথম বৈঠকে রোহিঙ্গা নারীদের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ''রোহিঙ্গাদের আর্থিক তহবিলে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যার কারণে গত মার্চ থেকে তাদের দুইবেলা খেতে হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের খাবারে কাটছাঁট করায় তারা অনেক কষ্টে আছেন। এজন্য বিশ্ববাসীর আরো সমর্থন জরুরি।''

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ''বাংলাদেশ ন্যায়ের পতাকা ধরে রেখেছে।''

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ''রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও মামলার শুনানি একসঙ্গে চলতে পারে। দুইটা দুই বিষয়।''

এর আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন রোহিঙ্গাদের বিষয়ে যত দ্রুত সম্ভব মামলা নিষ্পত্তির জন্য আইসিসির প্রচেষ্টা আশা করেন।মঙ্গলবার আইসিসির প্রসিকিউটরকে তিনি বলেন, ''যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলাটি শেষ করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা করা উচিত। বিলম্বে বিচার মানে বিচারের নামে প্রহসন।''

২০১৯ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকরা আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করার আবেদন মঞ্জুর করেন। প্রসঙ্গত, মিয়ানমারে সহিংসতার মুখে পালিয়ে আসা ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা এখন বাংলাদেশের কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে ভোটগ্রহণ বন্ধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের কাপাসতোড় গ্রামের ১৫২ নং বুথে ব্যালট পেপার ছিনতাই করার অভিযোগ উঠে নির্দলপ্রার্থীর বিরুদ্ধে । কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ পঞ্চাশবছর ধরে ভোট হচ্ছে কোনোদিন ঝামেলা হয় নি । রাজু বাদ্যকর,ভকেশ খানের নেতৃত্বে আদমপুর থেকে গুনডা এনে মারধর করেছে । একজনের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে সে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি । কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে আমরা ভোটগ্রহণ বন্ধ রেখেছি । ডিএসপি হেড কোয়ার্টাস মোহতাসিম আক্তারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় ।

বহিরাগত রুখলো বিজেপি প্রার্থী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন শনিবার আট জুলাই সকালে বীরভূম জেলাপরিষদের উনত্রিশ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী দেবরঞ্জন মন্ডল কেন্দুয়া গ্রামপঞ্চায়েতের কুলেরা গ্রামে বহিরাগত রুখে দিল নিজেই । দেবরঞ্জন মন্ডল বলেন, বাইরে থেকে মোটরবাইকে করে বহিরাগত দুস্কৃতীরা আসছিল । আমরা তাদের রুখে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিই ।

জল ব্যালট বাক্সে খেতে ব্যস্ত রাজ্য পুলিশ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সাঁইথিয়া ব্লকের মাঠপলশা গ্রামপঞ্চায়েতের মহিষাডহরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬৩ নং বুথে ব্যালট বক্স খুলে দেওয়া এমনকি ব্যালট বক্সের ভেতরে জল ঢেলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে । ব্যালট পেপার মাটিতে পড়ে রয়েছে । গোটা বুথ দখল করে রয়েছে বলেও অভিযোগ । প্রিসাডিং অফিসার জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করে নেন । প্রিসাইডিং অফিসার বলেন, উধ্বর্তন কতৃপক্ষকে জানিয়েছি । কেন্দ্রীয় বাহিনীর দরকার ছিল । এর থেকে বেশি কিছু আমি বলতে পারবো না । আমার জীবনেরও রিস্ক আছে । যদিও নিজের নাম বলতে চায় নি ওই প্রিসাইডিং অফিসার । বুথের ভেতরে ভোটকর্মীরা সিভিক ভলান্টিয়ারেরা খাওয়াদাওয়াতে ব্যস্ত তখন ।

বহিরাগত রুখলো বিজেপি প্রার্থী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন শনিবার আট জুলাই সকালে বীরভূম জেলাপরিষদের উনত্রিশ নং আসনে বিজেপি প্রার্থী দেবরঞ্জন মন্ডল কেন্দুয়া গ্রামপঞ্চায়েতের কুলেরা গ্রামে বহিরাগত রুখে দিল নিজেই । দেবরঞ্জন মন্ডল বলেন, বাইরে থেকে মোটরবাইকে করে বহিরাগত দুস্কৃতীরা আসছিল । আমরা তাদের রুখে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিই ।

জলে ব্যালট বাক্সে খেতে ব্যস্ত পুলিশ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সাঁইথিয়া ব্লকের মাঠপলশা গ্রামপঞ্চায়েতের মহিষাডহরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬৩ নং বুথে ব্যালট বক্স খুলে দেওয়া এমনকি ব্যালট বক্সের ভেতরে জল ঢেলে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে । ব্যালট পেপার মাটিতে পড়ে রয়েছে । গোটা বুথ দখল করে রয়েছে বলেও অভিযোগ । প্রিসাডিং অফিসার জল ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করে নেন । প্রিসাইডিং অফিসার বলেন, উধ্বর্তন কতৃপক্ষকে জানিয়েছি । কেন্দ্রীয় বাহিনীর দরকার ছিল । এর থেকে বেশি কিছু আমি বলতে পারবো না । আমার জীবনেরও রিস্ক আছে । যদিও নিজের নাম বলতে চায় নি ওই প্রিসাইডিং অফিসার । বুথের ভেতরে ভোটকর্মীরা সিভিক ভলান্টিয়ারেরা খাওয়াদাওয়াতে ব্যস্ত তখন ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে ভোটগ্রহণ বন্ধ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ দুবরাজপুর ব্লকের বালিজুড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের কাপাসতোড় গ্রামের ১৫২ নং বুথে ব্যালট পেপার ছিনতাই করার অভিযোগ উঠে নির্দল প্রার্থী বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘ পঞ্চাশবছর ধরে ভোট হচ্ছে কোনোদিন ঝামেলা হয় নি । রাজু বাদ্যকর,ভকেশ খানের নেতৃত্বে আদমপুর থেকে গুনডা এনে মারধর করেছে । একজনের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে সে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি । কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে আমরা ভোটগ্রহণ বন্ধ রেখেছি । ডিএসপি হেড কোয়ার্টাস মোহতাসিম আক্তারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় ।

মাথা ফাটল তৃণমূল কর্মীর কাঠগড়ায় কংগ্রেস

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃসাইথিয়া ব্লকের হরপলশা গ্রামে এক তৃনমূলকমীর মেরে মাথা ফাটানোর অভিযোগ উঠলো কংগ্রেসের বিরুদ্ধে । জখম তৃণমূলকমী সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । জখম নুরমুদ্দিন বলেন, হেরে যাবে বলে সামিরুল,সাহেব, রাজার নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রথমে বোমা মারে তারপর আমার মাথা ফাটিয়ে দেয় । আমি হাসপাতালে এসেছি । আমি ভোট দিতে পারি নি ।

পুড়ল ব্যালট চরম অব্যবসথা আক্রান্ত সিপিএম এজেন্ট

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ বিধানসভাকেন্দ্রের বড়মহুলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৩ নং বুথে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে রাস্তায় ফেলে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সিউড়ি থানার আইসি নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায় । হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ২১২ নং বুথে চরম অব্যবসথায় নাজেহাল হয় ভোটকমীরা । বুথের ভেতরে তৃনমূল ভোট দিতে প্রভাব খাটায় বলে অভিযোগ বিজেপির । বুথের ভেতরে জমায়েত করে তৃণমূল অভিযোগ বিজেপির । রামপুরহাট একনং ব্লকের মাশরা গ্রামপঞ্চায়েতের তাঁতবাঁধা জুনিয়র স্কুলের তিনটি বুথের দখল নেয় তৃণমূল । বিরোধী প্রার্থী কর্মীদের ভাগিয়ে মারধর করে । নারায়নপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ইন্দ্রোডাঙ্গা প্রায়মারী বিদ্যালয়ের দশনং বুথে পুলিসের উপস্থিতিতে ছাপ্পা মারার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । সিপিএম পোলিং এজেন্টকে মেরে বের করে দেয় ।

196
MAHISHADAHARI PRY. SCHOOL (R-1)
B.L.O-ABDUL ALIM
M-9564636201
SNT
163

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগে সকলকে উৎসাহিত করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঃ জোসেপ বোরেল

বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য এবং যেকোনো মূল্যে সহিংসতা এড়াতে আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড সিকিউরিটি পলিসিএর হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ জোসেপ বোরেল ফন্টেলেস বলেছেন, ইইউ বাংলাদেশের সকল দল এবং সকল নাগরিককে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রযোগে করতে এবং সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টে স্লোভাকিয়ার প্রতিনিধি ইভান স্টেফানেককে সম্বোধন করা এক চিঠিতে জোসেপ বোরেল বলেছেন, এ সব প্রক্রিয়ায় সহিংসতার কোনো স্থান নেই এবং যেকোন মূল্যে তা (সহিংসতা) এড়ানো উচিত। তিনি বলেন, ইইউ এবং এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের বিষয়ে বাংলাদেশের সরকার ও সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকবে। বোরেল জানান যে তিনি প্রধান দলগুলোর মধ্যে সংলাপের কথা বলেছেন এবং সুশীল সমাজের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

ইভান স্টেফানেকসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্য জোসেপ বোরেলকে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানিয়ে ১২ জুন একটি চিঠি লেখেন। বোরেল বলেন, বাংলাদেশ সরকার ইইউ সদস্যদের আসন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন এবং জানান যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন, সুবিধাগুলো পরীক্ষা এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিচালনার সম্ভাব্যতা মূল্যায়নের জন্য একটি ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশন বাংলাদেশে পাঠানো হবে। ইইউএর পররাষ্ট্র নীতির প্রধান বলেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সমাবেশের স্বাধীনতাসহ মূল স্বাধীনতা রক্ষা করা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ছয় সদস্যের একটি নির্বাচনী অনুসন্ধানী মিশন (এক্সএম) আগামী ৮ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর করবে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে তারা এই সফরে আসছেন। এদিকে, বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি উইংয়ের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ রফিকুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, এই মিশনের কাজ হবে মূল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের পরিধি, পরিকল্পনা, বাজেট, সরবরাহ ও নিরাপত্তা মূল্যায়ন করা। ঢাকায় ইইউ মিশন জানিয়েছে, বাংলাদেশে অবস্থানকালে অনুসন্ধানী মিশনের সদস্যগণ সরকারি প্রতিনিধি, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, বিভিন্ন আইন প্রযোগেকারী সংস্থার কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন। ফ্যাক্টফাইন্ডিং মিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন (ইওএম) পাঠানোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

জানা অজানা

কথামৃত এ যুগের ভাগবত ঃ কমল কান্তি ঘোষ

পোটকাঃ পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুসারে বিগত ৭ জুলাই ২০২৩ হাতার সুধাংশু শেখর মিশ্রের বাস ভবনে মাতাজী আশ্রমের আঠ দিবসিয় রামকৃষ্ণ কথামৃত উৎসব শুরু হলো।এই বছর উৎসবের ১৫ তম বছর।সন্ধ্যা ৬.৩০ টায় ঠাকুরের পূজা পাঠ ও সন্ধ্যা আরতি হলো যা পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য করলেন। তারপর শঙ্কর চন্দ্র গোপ ভক্তদের স্বাগত জানিয়ে রামকৃষ্ণ কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্তের জীবনী সম্বন্ধে বললেন।তারপর ভক্তিগীতি হলো যেখানে বাদল মামা,সুনীল কুমার দে,ভাস্কর দে,পতিত পাবন দাস, মুকুল মণ্ডল,কমল মিশ্র,তড়িৎ পালিত, দশাই মাঝি ও মাতাজী আশ্রমের ভক্ত মহিলারা ভাগ নিলেন।কমল কান্তি ঘোষ রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন।তিনি বললেন,,রামকৃষ্ণ কথামৃত এ যুগের ভাগবত যেখানে সকল ধর্মের অমৃতময় কথা আছে।কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত হলেন এ যুগের ব্যাসদেব।তারপর লোচনা মণ্ডল সারদা মায়ের জীবনী ও সুধাংশু শেখর মিশ্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠ করলেন।হরগৌরি মাহাতো সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোক পাত করলেন। সবশেষে হরিনাম সংকীর্তন ও হরিলুট হলো।তারপর প্রসাদ বিতরণ হলো।এই উপলক্ষে পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,জিলা পরিষদ সুরজ মণ্ডল,হীরালাল দে,দুলাল মুখার্জি,নারায়ণ চ্যাটার্জি, মোহিতোষ মণ্ডল,শিশির মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,ব্রহ্ম পদ মরল, রবীন্দ্র নাথ দাস,তরুণ দে,ও স্বপন মণ্ডল, তপন দে,তপন মণ্ডল,তপন কুমার মন্ডল, সন্তোষ মণ্ডল,তরুণ মণ্ডল, তপন কুমার মণ্ডল, বিমল মণ্ডল বিমল কুমার মণ্ডল,প্রদ্যুৎ মণ্ডল,মনি পাল,নীলকমল পাল,সনাতন মাহাতো,পদ্মাবতি কুন্ডু,পুতুল মুখার্জি,সাবিত্রী গোপ,অঞ্জলি মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল, বীরেন মণ্ডল,সুদীপ মণ্ডল, কাজল মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,সুজাতা মরল, ঝর্ণা সাহু, তনুশ্রী সাহু,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল, রাজকুমার সাহু,মাহেশ বিয়ানী, বেবি মণ্ডল,বুলু রানী মণ্ডল, মালতি দে,বাকুল মিশ্র,সিয়া মিশ্র, স্বপন দে,শিশির কার্জি,অরুন দে,বলরাম গোপ,সঞ্জীব সাহু,কৃষ্ণ গোপ আদি বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

সিকিমের রাণী কি সিআইএ এজেন্ট ছিলেন?

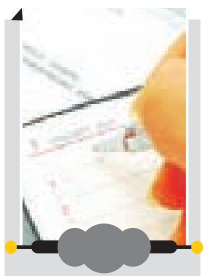

রেহান ফজল
প্রাবন্ধিক

পশ্চিমবঙ্গের শৈল শহর দার্জিলিংয়ে ১৯৫৯ সালের এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা।

অভিজাত হোটেল উইন্ডামেয়ারের সামনে একটা মার্সিডিজ গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়িটা ছিল সিকিমের যুবরাজ থণ্ডুপের। হোটেলের লাউঞ্জে বসে নিজের পছন্দের মদের অর্ডার দিলেন যুবরাজ।

তার চোখ পড়ল লাউঞ্জের কোণে বসা এক তরুণীর দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে তার কাছে খবর চলে এল ওই তরুণীর ব্যাপারে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এক ছাত্রী, ছুটি কাটাতে ভারতে এসে ওই অভিজাত হোটেলে কিছুদিনের জন্য উঠেছেন।

তরুণীর নাম হোপ কুক। যুবরাজ থণ্ডুপ দেখা করলেন হোপ কুকের সঙ্গে, আর মুহূর্তেই দুজনে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

যুবরাজের বয়স তখন ৩৬, আর হোপ কুক মাত্র ১৯। কিছুদিন আগেই যুবরাজের স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। তিনটি সন্তানের পিতা থণ্ডুপ বেশ লাজুক ছিলেন। একটু তোতলাতেনও যুবরাজ।

প্রথম দেখা হওয়ার পরে প্রায় দু'বছর দু'জনের মধ্যে আর দেখা হয় নি।

হোপ কুক আবার ভারতে আসেন দু'বছর পরে আর দার্জিলিং-এ এসে তিনি সেই উইন্ডামেয়ার হোটেলেই উঠেছিলেন। আত্মজীবনী 'টাইম চেঞ্জ'-এ হোপ কুক লিখেছিলেন, আমি জানি না যুবরাজ কীভাবে জানতে পারলেন যে আমি উইন্ডামেয়ার হোটেলে রয়েছি। আমি একা একাই চা খাচ্ছিলাম, সেই সময়ে তিনি হোটেলের পার্লারে প্রবেশ করলেন।

তিনি গুর্খা রেজিমেন্টের একজন সাম্মানিক অফিসার ছিলেন আর একটি সামরিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গ্যাংটক থেকে এসেছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে জিমখানা ক্লাবে তার সঙ্গে নাচার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে রাতে তিনি খুব ভাল মেজাজে ছিলেন। তিনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন একদিন ভিয়েনায় আমরা একসঙ্গে ঘুরবো।

সেই রাতেই, নাচ করার সময় যুবরাজ হোপ কুককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি তাকে বিয়ে করার কথা বিবেচনা করবেন কিনা।

হোপ কুকের বয়স তখনও ২১ পেরয় নি। তিনি যুবরাজের প্রস্তাব মেনে নেন। কয়েকদিনের মধ্যেই থণ্ডুপ মিজ কুককে গ্যাংটকে নিয়ে যান। রাজপ্রাসাদ দেখে মিজ কুক তো হতবাক।

হোপ কুক যখন ১৯৬৩ সালে সিকিমের যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম তার প্রতি ভীষণ সম্মান দেখাতে শুরু করল। তাকে হলিউড অভিনেত্রী গ্রেস কেলির সাথে তুলনা করা হতে থাকল। গ্রেস কেলি মোনাকোর যুবরাজ তৃতীয় রেইনিয়াকে বিয়ে করেছিলেন।

টাইম ম্যাগাজিন 'সিকিম ঃ আ কুইন রিভিজিটেড' শিরোনামে ১৯৬৯ সালে একটি প্রতিবেদন ছেপেছিল হোপ কুককে নিয়ে। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল যে হোপ কুক সকাল আটটায় ঘুম থেকে ওঠেন। তারপর তিনি বিদেশ থেকে আনা পত্রপত্রিকা পড়েন। পরের চার ঘণ্টা লাগে বিভিন্ন মানুষকে চিঠি লিখতে, খাবারের মেনু তৈরি করতে আর প্রাসাদের ১৫জন কর্মচারীকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিতে ব্যয় করেন। তার সন্ধ্যাগুলো কাটে এক সেট টেনিস খেলে আর পার্টি করে। রাতের খাবারের আগে স্কচ এবং সোডা ওয়াটার নেওয়ার অভ্যাস ছিল তার।

তিনি নিজের মার্সিডিজ গাড়িতেই গ্যাংটকের সর্বত্র চলাফেরা করেন, কিন্তু বিদেশ ভ্রমণের সময়ে শুধুমাত্র ইকোনমি ক্লাসেই যেতে পছন্দ করেন, লিখেছিল টাইম পত্রিকা।

থণ্ডুপ ও হোপে কুকের বিয়ের পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলিতে, বিশেষত সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে হাল্কাভাবে, আর সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে, তাদের নিয়ে আলোচনা চলেছিল। মিজ. কুকও এমন আচরণ করতে শুরু করলেন, যেন তিনি স্বাধীন সিকিমের রাণী হতে চলেছেন।

বিদেশি অতিথিদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি

নিউজউইকের ২রা জুলাই, ১৯৭৩ সালের এক প্রতিবেদনে লেখা হয় হোপ জ্যাকলিন কেনেডির স্টাইলে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করেছেন। তিনি 'আমি'-এর বদলে 'আমরা' শব্দটা ব্যবহার করছেন এবং আশা করেন যে রাণীদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয় তার সঙ্গে সেরকমই ব্যবহার করা হবে।

হোপ কুকের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া বিদেশি অতিথির সংখ্যা বাড়ছিল।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং এবং যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সিনেটর চার্লস পার্সি মিজ কুকের সঙ্গে দেখা করার জন্যই গ্যাংটকে এসেছিলেন।

জিবিএস সিধু ভারতের বহির্দেশীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর বিশেষ সচিব ছিলেন।

তাঁর বই 'সিকিম - ডন অফ ডেমোক্রেসি' বইতে মি. সিধু লিখেছেন, বিদেশিদের সঙ্গে হোপের এই বৈঠকগুলির প্রভাব এতটাই ছিল যে পশ্চিমা দেশগুলিতে ভারতের বিরুদ্ধে এমন অপপ্রচার শুরু হয়েছিল যেন ভারতই সিকিমের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করছে।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতকে ১৯৫০ সালের চুক্তি বদল করতে বাধ্য করার পিছনে চোগিয়ালের (সিকিমের রাজাদের সাম্মানিক উপাধি) হাত ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী হোপ কুক বিষয়টিকে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু করতে সাহায্য করেছিলেন, লিখেছেন মি. সিধু।

সেই সময়ে দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত ইউএস ফরেন সার্ভিস অফিসার উইলিয়াম ব্রাউন লিখেছেন, ৬০-এর দশকে আমাদের সামনে ভারতকে কটূক্তি করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেননি হোপ কুক।

নামগিয়াল ইনস্টিটিউটের জার্নালে ১৯৬৬ সালে হোপ কুক একটি প্রবন্ধ লেখেন 'সিকিমিজ থিওরি অফ ল্যান্ডহোল্ডিং অ্যান্ড দ্য দার্জিলিং গ্রান্ট' শিরোনামে।

এই প্রবন্ধে, তিনি ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দার্জিলিং জেলা দিয়ে দেওয়ার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

তার যুক্তি ছিল দার্জিলিং শুধুমাত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে ইজারা দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু ওই এলাকা সিকিম রাজপরিবারের অধিকার রয়েছে, তাই দার্জিলিংকে সিকিমে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। ওই প্রবন্ধ একটি রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

প্রবন্ধটির দিকে সবার নজর এই কারণেও গিয়েছিল কারণ নামগিয়াল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের গুপ্তচর সংস্থা সিআইএএর সম্পর্ক সবারই জানা ছিল।

কেন কনভয় তার বই 'দ্য সিআইএ ইন টিবেট'-এ লিখেছেন, তিব্বত অপারেশনে জড়িত সিআইএ এজেন্টরা এই ইনস্টিটিউটেই ইংরেজির শিক্ষা নিয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটে হোপ কুকের প্রবন্ধটি ছাপার ঘটনাটি হিমালয় অঞ্চলে সিআইএরই পরিকল্পনা হিসাবে দেখা হয়েছিল।

অ্যান্ড্রু ডাফ তার বই 'সিকিম রিকুয়েম ফর এ হিমালয়ান কিংডম'-এ লিখেছেন, যদিও হোপ কুক তার আত্মজীবনীতে স্পষ্ট করেছেন যে প্রবন্ধটি শুধুমাত্র একটি একাডেমিক বিতর্কের জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন, কিন্তু লেখাটির প্রভাব হয়েছিল বিপরীত।

লেখাটি পড়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মনে হয়েছিল যে তিনি যেন দার্জিলিং-এর ভারতে থাকার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রে শিরোনাম লেখা হয়েছিল এভাবে ঃ 'সিআইএ এজেন্টের ডানা গজিয়েছে' বা 'গ্যাংটকের দরজায় ট্রয়ের ঘোড়া কড়া নাড়ছে' ইত্যাদি।

কিছুদিনের মধ্যেই হোপ কুকের লেখা প্রবন্ধটি ইন্দিরা গান্ধীর ডেস্কে পৌঁছে দেওয়া হয়। ওই প্রবন্ধটি ইন্দিরা গান্ধীর জন্য একটি বিপদসঙ্কেত ছিল।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক সুনন্দ দত্ত রায় তার 'স্ম্যাশ অ্যান্ড গ্র্যাব' বইতে লিখেছেন, যখন ভারতের সংসদে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল, তখন ইন্দিরা গান্ধী সংসদ সদস্যদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে দার্জিলিং-এর উপর সিকিমের অধিকারের দাবিটি কোনও দায়িত্বশীল মহল থেকে আসে নি। ইন্দিরা গান্ধী হোপ কুকের শিশুসুলভ বক্তব্য সম্পর্কে গ্যাংটককে একটা স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছিলেন।

এমনকি গ্যাংটকেও, চোগিয়াল তার স্ত্রীর অবস্থান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে ঘোষণা করেছিলেন, 'নামগিয়াল ইনস্টিটিউট এবং তাদের পত্রিকার সহায়তা ছাড়াই আমার দেশ আর দেশের মানুষের অধিকারগুলি রক্ষা করতে সক্ষম আমার সরকার, লিখেছেন মি. দত্ত রায়।

ভারতের একটা মহল থেকে বলা হত যে, সামরিক কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশের রাজা যখন দার্জিলিং-এর একটি হোটেলে যুক্তরাষ্ট্রের এক তরুণীর প্রেমে পড়েছেন, সিআইএ কীভাবে এরকম একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে! তবে ভারতীয় গোয়েন্দারা মনে করতেন না যে হোপ কুক একজন সিআইএ এজেন্ট ছিলেন যাকে এজেন্সি গ্যাংটকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থাপন করেছিল।

'র'-এর প্রাক্তন বিশেষ সচিব জিবিএস সিধু লিখেছেন, সিআইএ যদি সত্যিই সিকিমের স্বাধীনতার জন্য কিছু কাজ করতে চাইত, তবে তারা এই অপারেশনের আরও ভাল মতো পরিকল্পনা তৈরি করত। যদি সত্যিই এটি সিআইএর কাজ হত, তাহলে হোপ কুক দক্ষিণ এবং পশ্চিম সিকিমে তার উপস্থিতি আরও বাড়াতেন।

তিনি নেপালি বংশোদ্ভূত অবহেলিত মানুষের জন্য হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি খুলে চোগিয়ালের প্রতি তাদের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা চালাতেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি যদি সত্যিই সিআইএর হয়ে কাজ করতেন, তাহলে তিনি চোগিয়ালকে পরামর্শ দিতেন যে প্রশাসনের উপর তার কড়া নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কিছু ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার। বিপরীতে, তিনি চোগিয়ালকে তার নিজের লোকদের থেকে, বিশেষ করে নেপালি বংশোদ্ভূত লোকদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

হোপ কুক তিব্বতের রাণীর মতো আচরণ করতেন, তাদের মতো সামাজিক শিষ্টাচার শিখেছিলেন আর তাদের মতোই পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন।

মি. সিধু আরও লিখেছেন, যদি ধরেও নিই যে তিনি একজন সিআইএ এজেন্ট, তার হ্যান্ডলাররা একেবারেই আনাড়ি ছিল, যাদের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। আবার চোগিয়ালের কাছ থেকে সিআইএর খুব বেশি কিছু তথ্যের দরকার ছিল না কারণ চোগিয়াল এবং তার গোয়েন্দা প্রধান কর্মা তোপদেনের ব্যাপারে কলকাতার সিআইএ অফিসারদের কাছে অনেক তথ্যই থাকত।

চোগিয়াল পঞ্চাশের দশকে যুবরাজ হিসাবে দু'বার তিব্বত সফর করেছিলেন। কলকাতায় যুক্তরাষ্ট্রের উপদূতাবাসে নিযুক্ত সিআইএ অফিসাররা দু'বারই তিনি ফিরে আসার পরে তাকে ডিব্রিফ করেন। কলকাতায় যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের উপদূতাবাস, কলকাতায় এলে সেই এলাকাতেই থাকতেন চোগিয়াল, লিখেছেন মি. সিধু।

তার কথায়, সেই সময়েই সিআইএ আর এমআই সিক্সের গুপ্তচররা তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারতেন। হোপ কুকের মতো একজন হাইপ্রোফাইল ব্যক্তি, যার ওপরে সারা বিশ্বের নজর রয়েছে, এমন একজনের কাছ থেকে খবর যোগাড় করার থেকেও অনেক বেশি তথ্য যোগাড় করা সিআইএর মতো প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত একটি গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে অনেকটাই সহজ।

চোগিয়ালের পতনের আগেই সিকিম ত্যাগ

হোপ কুক চোগিয়ালের থেকে অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। ভারতের সঙ্গে ৮ই মে, ১৯৭৩ সালে যে চুক্তি হয় সিকিমের, তার পরিণতি তিনি ভালই বুঝে গিয়েছিলেন। তাই অগাস্ট মাসেই তিনি চিরতরে সিকিম ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি স্বামীর চূড়ান্ত পতন চোখে দেখার দুঃখজনক ঘটনাটা এড়াতে পেরেছিলেন। হোপ কুক ১৯৭৩ সালের ১৪ অগাস্ট চিরতরে সিকিম ছেড়ে চলে যান।

বিডি দাস, যিনি সিকিমের প্রধান নির্বাহী ছিলেন, তার আত্মজীবনী 'মেমোয়ার্স অফ অ্যান ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট'-এ লিখেছেন, চোগিয়াল অনুরোধ করেছিলেন যে হোপ যেন তাকে এই কঠিন সময়ে ছেড়ে না যান। কিন্তু তিনি চোগিয়ালের অনুরোধ রাখেন নি। আমি হোপ কুককে হেলিপ্যাডে বিদায় জানাতে গিয়েছিলাম। তার শেষ কথা ছিল, মি. দাস, আপনি আমার স্বামীর খেয়াল রাখবেন।

হোপ কুক অনেকের কাছেই রহস্যময়ী ছিলেন। কেউ কেউ তাকে সিআইএ এজেন্ট বলতেন। কিন্তু কেউ সত্যটা জানত না। তবে এটাতে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনিইই চোগিয়ালকে বলেছিল। কিন্তু আসল ঘটনা কেউ জানে না। তবে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনিই চোগিয়ালকে ভারত বিরোধী অবস্থান নিতে প্ররোচিত করেছিলেন। তিনি স্কুলের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করিয়ে ভারত বিরোধী কাহিনী আর কার্টুনকে জায়গা দিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় নেতা ও কর্মকর্তাদের সামনে রানীর মতো আচরণ করতেন, কিন্তু তাদের আড়ালে তিনি ভারতকে নিয়ে গালিগালাজ করতেন।

কিছু দিন পরে, হোপ কুক চোগিয়ালের কাছ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছিলেন। চোগিয়ালের সঙ্গে তার বিয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের যে নাগরিকত্ব তিনি ছেড়ে এসেছিলেন, সেটাও ফিরে পান তিনি।

তবে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে সম্পর্কে অবনতির কারণেই হোপ কুক চোগিয়ালের কাছ বিচ্ছেদ চেয়েছিলেন।

চোগিয়াল এক বিবাহিত বেলজিয়ান নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার পরেই দু'জনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়।

হোপ কুকের প্রথম সন্তানের জন্মের আগে তিনি বেলজিয়ামে গিয়েছিলেন ওই নারীর সঙ্গে দেখা করতে।

হোপ কুক তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তার বান্ধবী তাকে প্রেমপত্র লিখতেন।

অনেকবার যখন তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন, আমি অনুভব করতে পারতাম যে তার ড্রেসিং গাউনের পকেটে কিছু কাগজ রয়েছে। প্রায়ই সেই প্রেমপত্রগুলি তার পকেট থেকে পড়ে যেত, যা আমি তুলে নিয়ে পড়তাম।

চোগিয়ালের অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাসও তার থেকে হোপ কুককেদূরে সরিয়ে দিয়েছিল। একবার মাতাল হয়ে চোগিয়াল তার রেকর্ড প্লেয়ারটি জানালা থেকে নিচে ফেলে দেন।

দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে চোগিয়ালের আলোচনা ব্যর্থ হয় ১৯৭৪ সালের ৩০শে জুন। সেদিনই সিকিমের ভারতে যোগদান চূড়ান্ত হয়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী সিকিমের প্রাসাদ ঘিরতে শুরু করে নয় এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে।

জিবিএস সিধু লিখেছেন, প্রাসাদের মূল ফটকে অবস্থানরত রক্ষী বসন্ত কুমার ছেত্রী ভারতীয় সৈন্যদের থামানোর জন্য তার রাইফেল তুলে নিয়েছিলেন। ভারতীয় সৈন্যরা তাকে গুলি করে উড়িয়ে দেন। চোগিয়াল আতঙ্কিত হয়ে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার, গুরবচন সিংকে টেলিফোন করে জানতে চাইছিলেন যে কি ঘটছে, কিন্তু টেলিফোনের রিসিভারটি বাড়িয়ে দেওয়া হয় জেনারেল খুল্লারের দিকে। তিনি গুরবচন সিংয়ের পাশেই বসেছিলেন। জেনারেল খুল্লার চোগিয়ালকে বললেন যে তিনি যেন 'সিকিম গার্ড'দের অস্ত্র সমর্পন করার আদেশ দেন। 'সিকিম গার্ড'-এর ২৪৩ জন সদস্যকে ভারতীয় সৈন্যরা ঘিরে রেখেছিল। তারা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রেখে হাত ওপরে তুলে দিল। পুরো অপারেশনটি মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়েছিল, লিখেছেন জিবিএস সিধু।

সেই দিন, ১২টা ৪৫ মিনিটে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে সিকিমের পরিচিতির সমাপ্তি ঘটে। হ্যাম রেডিওর মাধ্যমে চোগিয়াল এই বার্তা সম্প্রচার করে দেন। যুক্তরাজ্যের একটি গ্রামের একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আর জাপান ও সুইডেনের আরও দুই ব্যক্তি তার সেই বার্তা শুনতে পান। এরপর চোগিয়ালকে তার প্রাসাদে গৃহবন্দী করা হয়। সিকিমকে ভারতের ২২তম রাজ্যে পরিণত করার জন্য সংবিধান সংশোধনী বিলটি ১৯৭৫ সালের ২৩শে এপ্রিল ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ করানো হয়।

তিন দিন পরে, ২৬শে এপ্রিল, বিলটি রাজ্যসভায় পাশ হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ সম্মতি দিয়ে সাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই এপ্রিল সিকিমে নামগিয়াল রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে।

ওই ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি চোগিয়াল। তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য তাকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই ২৯ এপ্রিল, ১৯৮২ সাল, সকালবেলায় মারা যান চোগিয়াল পালডেন থণ্ডুপ নামগিয়াল। চোগিয়ালের মৃত্যুর পর হোপ কুক যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে যান। তিনি সিকিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক বজায় রাখলেও সেখানে কখনও ফিরে আসেননি। তিনি ১৯৮৩ সালে ইতিহাসবিদ মাইক ওয়ালেসকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সেই বিয়েও ভেঙ্গে যায়। এখন নিউইয়র্কেই থাকেন হোপ কুক।

পাঠকের চিঠি

পশ্চিমবঙ্গের গরিবদের আয় অনেকটাই কমেছে আর বেড়েছে ক্ষুধার সূচক

করোনা মহামারীর দীর্ঘ দাপট বিশেষত নিম্নবর্গের অসংখ্য মানুষের রুজিরোজগার কেরছে। এটা কম বেশী সকলেরই জানা। এবার এক সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে করোনা আবহে পশ্চিমবঙ্গের গরিবদের আয় অনেকটাই কমেছে আর বেড়েছে ক্ষুধার সূচক , এই পরিস্থিতিতে আরও ঘোরালো করে তুলেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বেহাল দশা। দীর্ঘদিন ধরে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে। কেন্দ্র সরকার রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ করছে না। করোণা মহামারীর কারণে বহু গরিব মানুষ কাজ হারিয়েছেন। নতুন করে তারা আর কোথাও কোনো কাজ পাননি। এরপর বেড়েছে নিত্যপ্রযোজনীয় জিনিসের দাম। সাধারন খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাওয়ার অবস্থা। এরপর গোদের ওপর বিষফোঁড়া এখনো পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় বর্ষার দেখা নেই। ফলে সর্বত্র প্রায় চাষবাস এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি। কৃষিক্ষেত্রে বর্ষার সময় কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয় বর্ষা ঠিকমত না হওয়ায় সেটাও প্রায় বন্ধ। এর ফলে খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের অবস্থা আরও করুন হয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ দত্ত, সিউড়ি, রবীন্দ্রপল্লী, বীরভূম. পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, **: Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

ঘগ্রাপার থানা কাণ্ডের অভিযুক্ত চাকরি থেকে বরখাস্ত ইন্সপেক্টর বিমান রায়ের চার দিনের পুলিশ হেফাজত

পালিয়ে থাকা দিনগুলিতে গুয়াহাটি মহানগরের পানিখাইতিতে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বর্তমান নলবাড়ি পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন বিমান রায়। প্রায় আট দিন নিখোঁজ থাকার পর নবম দিনে তার হদিশ পাওয়া গেছে। ঘগ্রাপার থানায় নাবালিকার শ্লীলতাহানি কাণ্ডে জড়িত ওসির দায়িত্বে থাকা চাকরি থেকে বরখাস্ত ইন্সপেক্টর বিমান রায়কে নলবাড়ি আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত তাকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। এবার তাকে জেরা করার প্রস্তুতি নিয়েছে নলবাড়ি পুলিশ।

উল্লেখ্য বুধবার রাতে অভিযুক্ত বিমান রায়কে রেল স্টেশনে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখার পর রেলওয়ে পুলিশ তাকে বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টা নাগাদ গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিল। অবশেষে খবর পেয়ে গুয়াহাটি ছুটে আসে নলবাড়ি পুলিশ। ঘগ্রাপার থানার মামলার আইও তথা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিন্দিতা গগৈর নেতৃত্বে নলবাড়ি পুলিশের একটি বৃহৎ দল দুপুর তিনটে নাগাদ জিএমসিএইচ এ এসে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর দলটি তাকে হেফাজতে নিয়ে সন্ধ্যা প্রায় ৬.৪৫ নাগাদ নলবাড়ির উদ্দেশ্যে সেখান থেকে রওনা হয়। নলবাড়ি উপস্থিত হয়ে রাতে তাকে খাবার দিলেও অভিযুক্ত বিমান রায় রাতের খাবার খেতে চাননি। অবশেষে নলবাড়ি জেলার শীর্ষ পুলিশকর্তাদের বোঝানোর পর তিনি রাত একটা নাগাদ রাতের খাবার খেয়েছেন।

শুক্রবার সকালে নলবাড়ি অসামরিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। এরপর তাকে আদালতে হাজির করিয়ে পাঁচ দিনের হেফাজত চেয়েছিল পুলিশ। অবশেষে মামলার শুনানি গ্রহণ করে আদালত বিমান রায়কে চার দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিন্দিতা গগৈ বলেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তার স্বাস্থ্য জনিত যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নলবাড়ি পুলিশ পাঁচ দিনের হেফাজত চেয়েছিল। তবে দুই পক্ষের যুক্তি শুনে আদালত তাকে চার দিনের পুলিশে হেফাজতে পাঠিয়েছে। এই চার দিনে নলবাড়ি পুলিশ বিমান রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাবতীয় সত্যতা উদঘাটনের প্রচেষ্টা করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

তবে ২৯ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত কোথায় লুকিয়ে ছিলেন ঘগ্রাপার থানা কাণ্ডের অভিযুক্ত চাকরি থেকে বরখাস্ত ইন্সপেক্টর বিমান রায়? প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২৯ জুন যে সময় তিনি জানতে পারেন যে তাকে গ্রেফতার করা হতে পারে তখনই সেখান থেকে পলায়ন করা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই অভিযুক্ত প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। তিনি গত ২৯ জুন বিকাল নাগাদ ঘগ্রাপার থানার পুলিশ কর্মীদের জন্য থাকা বেরেকের পিছন দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এরপর সেখান থেকে জাতীয় সড়কে এসে কেন্দুকণা পর্যন্ত বাসে যাত্রা করেন। কেন্দুকণা বাস স্ট্যান্ড থেকে ই রিক্সা ধরে কেন্দুকণা রেল স্টেশন পর্যন্ত এসে সেখান থেকে রেলে গুয়াহাটি রেল স্টেশনে পৌঁছে যান তিনি। এরপর গুয়াহাটি রেল স্টেশনে থেকে অটো নিয়ে বেলতলা সার্ভে এলাকায় নিজের ভাতিজার ভাড়াবাড়িতে চলে আসেন। উল্লেখ্য বেলতলা সার্ভে এলাকায় একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্তার বাড়িতে ভাড়া রয়েছেন তার ভাতিজা। এই বাড়িতে নলবাড়ি পুলিশের অভিযান চলতে পারে সেটা আগাম অনুমান করে ৩০ জুন বিকালে সেখান থেকে মহানগরের পানিখাইতিতে এক আত্মীয়র বাড়িতে চলে যান তিনি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিমান রায় নিজের ভাতিজার ভাড়া বাড়ি ত্যাগ করার পর তার হদিশে সেখানে নলবাড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিমান রায়কে নাগালে পায়নি নলবাড়ি পুলিশ।

৩০ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত মহানগরের পানিখাইতিতে এক আত্মীয়র বাড়িতে ছিলেন বিমান রায়। কিন্তু কয়েকদিন থেকে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে ৫ জুলাই রাতে পানিখাইতি রেল স্টেশনে এসে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করতে দেখা যায় তাকে। অবশেষে সেখানের রেল কর্মী বিষ্ণু দাস সুরক্ষা কর্মীর মাধ্যমে রেলওয়ে জিআরপি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে এম্বুলেন্সের মাধ্যমে বিমান রায়কে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল রেলওয়ে পুলিশ। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সে সময় কেহই তার আসল পরিচয় জানতেন না। অবশেষে খানিকটা সেন্স ফিরে আসার পর বিমান রায় স্বয়ং তার স্ত্রীর নাম্বার যোগাযোগের জন্য দিয়েছিলেন। এরপরেই স্ত্রী ভাতিজাকে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে পাঠিয়ে তাকে সনাক্ত করিয়ে ছিলেন। এরপরই মহানগরের ভাঙ্গাগড় থানার মাধ্যমে খবর পেয়ে নলবাড়ি পুলিশ সেখানে এসে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিসিন ইউনিট থ্রিতে চিকিৎসাধীন থাকা বিমান রায়কে সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী মিত্রজোট বর্তমান রাজনৈতিক পর্যটনে ব্যস্ত রয়েছে বলে মন্তব্য মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকার

এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়ার এটাকে প্রমোদ ভ্রমণ বলে আখ্যা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৎপর শাসকবিরোধী উভয়পক্ষ। তবে এআইইউডিএফকে দূরে রেখে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১১ টি রাজনৈতিক দল ব্যাপক তৎপর হয়ে রয়েছেন। এমনকি দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়াস করেছে এই মিত্র জোট। তবে এটাকে বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক পর্যটন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকার। একইভাবে এআইইউডিএফ বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১১ টি রাজনৈতিক দল প্রমোদ ভ্রমণে রয়েছেন বলে তির্যক মন্তব্য করেছেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে গঠিত হওয়া ১১ টি রাজনৈতিক দলের মিত্র জোটের নেতারা দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই সংক্রান্তে ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন নির্বাচন অসমে অনুষ্ঠিত হবে অথচ ১১ দলের প্রতিনিধি দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। তারা কেন এই বৈঠক করেছেন সেটা তিনি জানেন না। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তবে অসমের সাধারণ জনতার আশীর্বাদ বিজেপির সঙ্গে রয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মিত্র জোট ১২ টির অধিক আসন দখল করবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর এবার এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে এগারটি রাজনৈতিক দল বর্তমান রাজনৈতিক পর্যটনে ব্যস্ত। তারা একবার কাছাড় যাচ্ছেন, আবার কখনো বরপেটা, ফের ধুবড়ি অথবা শিবসাগর। এবার সবাই মিলে দিল্লিতে উপস্থিত হয়েছেন। এটা এক রাজনৈতিক পর্যটন। অর্থাৎ এইসব করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দিন মিত্র জোটের কোনো লাভ হবে না বলে পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী পিযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন এই মিত্র জোট যা খুশি করুক তাতে কিছু আসে যায় না। বিজেপি সরকারের প্রতি রাজ্যবাসীর আস্থা রয়েছে। ফলে অসমের ১৪ টি আসনের মধ্যে ১২ টির অধিক আসন দখল করতে সক্ষম হইবে বিজেপি। এটাই চূড়ান্ত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১১ টি রাজনৈতিক দলের দিল্লি যাত্রা নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন এআইইউডিএফ এর সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া। তিনি বলেন এই মিত্র জোট বর্তমান প্রমোদ ভ্রমণে রয়েছে। এর আগে মিত্র জোটের একই নেতারা বরাক উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে শিলচরের নব নির্মিত রিসোর্টে খেয়ে দেয়ে মজা করে এসেছেন। প্রায় ৫০ জন ব্যক্তির সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলকে সমালোচনা করে সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। এবার একই নেতারা দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। রাজ্যের প্রস্তাবিত কেন্দ্রের পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন জানাবে কিনা সেটা স্পষ্ট করার জন্য অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিকে কেন্দ্রের পুনঃনির্ধারণ নিয়ে কংগ্রেসের হৈচৈ করাকে নাটক বলে আখ্যা দিয়েছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিরোধ অথবা কোন ধরনের মামলা করার বিষয়টি হাস্যকর এবং রাজনৈতিক নাটক। কারণ এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরোধিতা করার নৈতিক অধিকার নেই। নিজে প্রস্তুত করা আইন অনুযায়ী অব্যাহত থাকা এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে কংগ্রেস এক হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। কারণ কংগ্রেসের সরকারের আমলে ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত দুটি আইন সংশোধন করা হয়েছিল। এবার সেই সংশোধনের সাহায্য নিয়ে বিজেপি সরকার অসমে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা এক হাস্যকর এবং রাজনৈতিক নাটক বলে ঘোষণা করেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র।

রাজ্যের প্রতি ব্যক্তির মাথায় ৩৫ হাজার টাকার ঋণের বোঝা

অসমের বিজেপি সরকার গত সাত বছরে ১ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বলে অভিযোগ কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের শাসকদল বিজেপির সাত বছরের শাসনকালে অসমের অর্থনীতি প্রায় মন্দার স্থানে গতি করছে। সর্বসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাকে অতিক্রম করে মূল্যবৃদ্ধি দিন প্রতিদিন উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। রাজ্যে বেকারকে সংস্থাপন দেওয়ার প্রায় সব ধরনের সুযোগ বন্ধ হয়ে এসেছে। নতুন সংস্থাপন সৃষ্টির জন্য এই সরকারের কোন বাস্তব মুখী পরিকল্পনা নেই বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। তিনি বলেন গত কংগ্রেস দলের সরকারের আমলে ১৫ বছরে মোট ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। অথচ বর্তমান বিজিবি সরকার সাত বছরে ঋণ নিয়েছে এক লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ জনপ্রতি ঋণের বোঝা ৩৫ হাজার টাকা। অসমে একজন নবজাতককে জন্মের মুহূর্তে ৩৫ হাজার ঋণের বোঝা মাথা পেতে নিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের তরুন নগর স্থিত অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজীব ভবনে শুক্রবার আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক তথা দলের মিডিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভরত চন্দ্র নরহ বলেন বিজেপি সরকার এই ধরনের পরিস্থিতিতে ঋণ নিয়ে যদি বেকারদের সংস্থাপন দেওয়ার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তুলত তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু অসমের মুখ্যমন্ত্রী দূরদর্শিতা এবং পরিকল্পনা বিহীনভাবে শুধুমাত্র ফ্লাইওভার নির্মাণের নামে ঋণের অধিকাংশ ভাগ খরচ করছেন। তাছাড়া রাজ্যের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রশাসনিক বিল্ডিং গুলো একদিক থেকে ভেঙ্গে পুনরায় নির্মাণ করার কাজে লেগে রয়েছেন। তিনি গুয়াহাটি মহানগরের জেলাশাসকের কার্যালয়টি অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করে সেটা ভেঙ্গে দিয়ে বিল্ডিং এর জায়গা বাইরের অর্থপতিদের হাতে হস্তান্তর করার গোপন ষড়যন্ত্র রচনা করেছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

একইভাবে গুয়াহাটি হাইকোর্টকে উত্তর গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন মুখ্যমন্ত্রী। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এর তীব্র বিরোধিতা করছে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের ভবন স্বাধীন ভারতের এক ঐতিহ্যমন্ডিত সম্পদ। যেখানে উত্তর পূর্ব ভারতের মহিমাণ্ডিত সাতটি দশকের বিচার বিভাগীয় ইতিহাস জড়িত হয়ে রয়েছে। তাছাড়া গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বিতীয় ভবনটি নির্মাণ করা দশ বছরও সম্পূর্ণ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নতুন বিল্ডিং ভেঙ্গে গুয়াহাটি হাইকোর্টকে উত্তর গুয়াহাটির কোন অজানা স্থানে স্থানান্তর করা রহস্য বোধগম্য হচ্ছে না। বরং এর পিছনে কোনো মহলের ব্যক্তিগত স্বার্থ লুকিয়ে থাকা সন্দেহ হচ্ছে। ফলে কোনো কারণেই গুয়াহাটি হাইকোর্টকে স্থানান্তর করাটি প্রদেশ কংগ্রেস চাইছে না বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বিধায়ক তথা দলের মিডিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভরত চন্দ্র নরহ বলেন ১৯৪৮ সালের ১৪ আগস্ট শুরু হওয়া গুয়াহাটি হাইকোর্ট স্থাপনে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈর আপ্রাণ প্রচেষ্টা নিহিত হয়ে রয়েছে। অন্যথা শিলংয়ে এই হাইকোর্ট থেকে যেত। একইভাবে প্রায় দুই হাজার সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়াটি অত্যন্ত ঘৃণনীয় কাজ হয়েছে। এর মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণী সন্তানের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিদ্যালয় গুলোর জমি সম্পত্তি নিয়ে বণিক মনোবৃত্তির এই সরকার অন্য এক জমি বিক্রির বাজার খুলতে চাইছে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে কংগ্রেস সরকার নির্মাণ করা সরকারি কলকারখানা বিজেপি সরকার অর্থবিদদের হাতে বিক্রি করেছে। গুয়াহাটি বিমানবন্দর ইতিমধ্যে গুজরাটি বণিক আযানের হাতে স্থানান্তর করেছে। এমনকি দিঘলী পুখুরির মত ঐতিহ্যমন্ডিত পুকুর এবং এর সংলগ্ন পার্কটি বিজেপি সরকার গুজরাটি বণিকের হাতে সমাজ দিয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

ভরত চন্দ্র নরহ বলেন গুয়াহাটি চিড়িয়াখানাকেও একইভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার বাইরের বণিক গোষ্ঠীর হাতে হস্তান্তর করার ষড়যন্ত্র রচনা করেছে বলে জানা গেছে। এই ধরনের অসম বিরোধী সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা জানাচ্ছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। রাজ্যের রেল বিভাগের সব জমি বর্তমান ব্যক্তিগত মালিককে বিক্রি করে অসমের জমি বহিরাগতের হাতে হস্তান্তর করার অভিসন্ধি রচনা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। অসম সরকার এভাবে রেল বিভাগের জমি বিক্রি করতে চাওয়া সব জমি ঘুরিয়ে এনে সেটা জনস্বার্থে ব্যবহার করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দাবী জানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন তথাকথিত পরিবর্তনের কথা বলে ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকার নানা ধরনের চালাকি করে ভূমিপুত্রদের স্বার্থের দোহাই দিয়ে অসমের কেন্দ্র পুনর্গঠন এর খসড়া প্রকাশ করেছে সেটা সম্পূর্ণ প্রচলিত আইন পরিপন্থী। ২০১১ সালের জনসংখ্যা গণনার ভিত্তিতে কেন্দ্র পুনর্গঠন এর পরিবর্তে ২০০১ সালের ভিত্তিতে দ্রুত এবং জরুরিভাবে এটা করার কোন প্রযোজন ছিল না। এনআরসির খসড়া তালিকা প্রকাশ পাওয়ার পর এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার জন্য এই সরকার কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অথচ বিদেশি সমস্যা সমাধান করার জন্য চূড়ান্ত এনআরসি তালিকাটি অন্যতম বিশেষ দলিল হতে পারতো। ফলে এই পরিস্থিতিতে আগাম ভাবে কেন্দ্র পুনর্গঠন এর উদ্দেশ্য হল মেরু বিভাজনের মাধ্যমে ছলে বলে কৌশলে কেন্দ্র পুনঃনির্ধারণ করে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যের সম্পদ লুণ্ঠন করার বিজেপির এই মানসিকতার ধিক্কার দিয়ে কংগ্রেস কেন্দ্র পুনর্গঠনের খসড়ার বিরোধিতা করছে বলে মন্তব্য করেন বিধায়ক তথা দলের মিডিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ভরত চন্দ্র নরহ।

RS 449/_ ONLY
RASHTRIYAKHABAR.COM

সেলুনে চুল কাটিয়ে ক্যারির টাকা না দেওয়ার খবর মিথ্যা, দাবি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

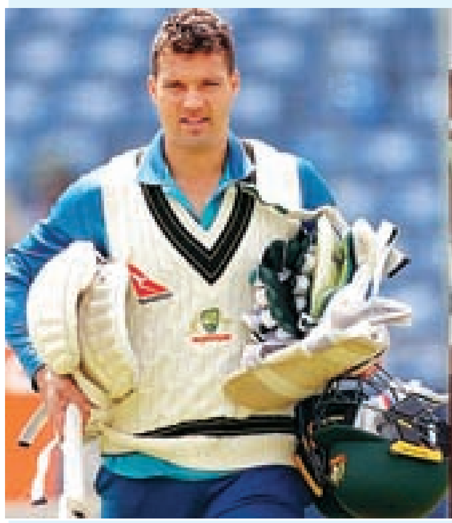

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ অ্যাশেজে লর্ডস টেস্টে দারুণ বিচক্ষণতায় জনি বেয়ারস্টোকে স্টাম্পিং করার পর ইংলিশদের কাছে যেন 'জাতীয় ভিলেনে' পরিণত হয়েছেন অ্যালেক্স ক্যারি। ওই ঘটনার পর ক্যারির খুঁত বের করতে উঠেপড়ে লেগেছে ব্রিটিশ মিডিয়া। তবে অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের মাঠের কোনো ঘটনাকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। শেষে কিনা মাঠের বাইরের এক ঘটনা সামনে এনে ক্যারিকে বেকায়দায় ফেলার পন্থা অবলম্বন করেছে তারা।

ট্যাবলয়েড পত্রিকা 'দ্য সান' কাল এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে লিখেছে, হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন খেলোয়াড় নাকি লিডসের একটি সেলুনে চুল কাটিয়েছেন। কিন্তু নাপিতকে টাকা না দিয়েই ক্যারি চলে এসেছেন। ওই নাপিতের নাম অ্যাডাম মাহমুদ। তিনি নাকি ক্যারিকে টাকা পরিশোধের জন্য সোমবার পর্যন্ত সময় দিয়েছেন।

পরশু হেডিংলি টেস্টের প্রথম দিন বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সেলুনে ক্যারির টাকা না দেওয়ার ঘটনাকে সত্যি দাবি করেন স্যার অ্যালিস্টার কুকও। সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক জানান, নাপিত মাহমুদ তাঁর পরিচিত। ঘটনাটিও সত্য। ক্যারি হয়তো এতক্ষণে টাকা দিয়েও থাকতে পারেন।

তবে কুকের কথা ও 'দ্য সানের' খবরকে মিথ্যা দাবি করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। নিউজ কর্পের একটি প্রতিবেদনে ক্যারির টাকা দেওয়ার ঘটনাকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে স্রেফ 'আবর্জনাময় গুজব' উল্লেখ করেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

সিএ জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া দলের কয়েকজন সদস্যের সেলুনে যাওয়ার ঘটনা সত্যি। তবে তাঁদের সবাই টাকা পরিশোধ করেছেন। প্রমাণস্বরূপ লেনদেনের রসিদও নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছেন। সিএ এটাও দাবি করেছে, যাঁরা সেলুনে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ক্যারি নেই।

গত মাসে লন্ডনের ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল থেকে এখন পর্যন্ত ক্যারি চুল কাটাননি কিংবা কোনো সেলুনে যাননি।

সতীর্থকে নিয়ে ওঠা গুজবে 'দ্য সানের' ওপর ক্ষুব্ধ স্টিভেন স্মিথও। অস্ট্রেলিয়ার সহঅধিনায়ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, লন্ডনে আসার পর অ্যালেক্স ক্যারি চুল কাটায়নি। দ্য সান, তোমরা সঠিক তথ্য দাও।'

'দ্য সান' তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, অ্যাডাম মাহমুদ লিডসের ডক বার্নেট'স নামের একটি সেলুনে কাজ করেন। তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে সেখানে চুল কাটাতে গিয়েছিলেন ক্যারি। কিন্তু ৩০ পাউন্ড (৪ হাজার ১৫০ টাকা) পরিশোধ না করেই চলে এসেছেন।

এ ব্যাপারে মাহমুদ সংবাদমাধ্যমটিকে বলেছেন, 'দোকান বন্ধ করার ঠিক আগমুহূর্তে অ্যালেক্স (ক্যারি) এসেছিলেন। আমি তাঁর চুল কেটেছি, হাসিঠাট্টায় মজেছি। যাওয়ার আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর হাতে টাকা নেই। আর আমরা কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করি না। পাশেই টেসকো ব্যাংকের ক্যাশ মেশিন (এটিএম বুথ) ছিল। তিনি চাইলে সেখান থেকে টাকা তুলে দিতে পারতেন। হোটেলে গিয়েও নিয়ে আসতে পারতেন। কারণ, আমার সেলুন থেকে হোটেলে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগে না। তবে তিনি যাওয়ার আগে বলে গেছেন, টাকা পাঠিয়ে দেবেন। সম্ভবত তিনি ভুলে গেছেন। আমি তাঁকে সোমবার পর্যন্ত সময় দিয়েছি। এখনো অপেক্ষায় আছি।'

দ্য সানের দাবি, হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্ট শুরুর আগে সতীর্থ মারনাস লাবুশেন, ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খাজাকে সঙ্গে নিয়ে মাহমুদের সেলুনে গিয়েছিলেন ক্যারি। চুল কাটানোর পর লাবুশেন, ওয়ার্নার ও খাজা টাকা পরিশোধ করেছেন ও বেশ কয়েকটি ছবি তুলেছেন। কিন্তু ক্যারি ছবি তুলতে রাজি হননি। পরে টাকা না দিয়েই চলে গেছেন।

এর আগে অ্যালিস্টার কুক বিবিসি টেস্ট ম্যাচ স্পেশালে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় জানান, লিডসের ডক বার্নেট'স সেলুনে তিনি একবার চুল কাটিয়েছিলেন। এরপরই নাপিত মাহমুদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন তুলে ধরেন, 'ক্রিকেট সম্পর্কে ওর (নাপিতের) ভালো ধারণা নেই। শুধু অস্ট্রেলিয়ানদের সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, ওরা কেমন? সে বলল, সেলুনে আসা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে একজনের নাম সম্ভবত অ্যালেক্স। আমি বললাম, অ্যালেক্স ক্যারি, উইকেটকিপার? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি টাকা না দিয়েই চলে গেছেন। ওই সেলুনে শুধু নগদ লেনদেন হয়। ক্যারি ওকে বলেছিল, সে টাকা পাঠিয়ে দেবে। এটা সত্যি ঘটনা। এতক্ষণে হয়তো পরিশোধ করে থাকতে পারে।'

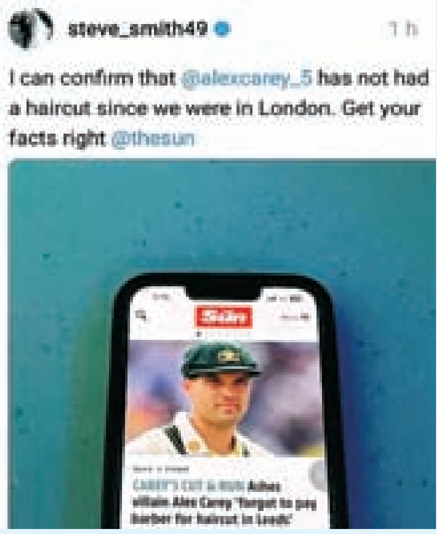

steve_smith49 1 h

I can confirm that @alexcarey_5 has not had a haircut since we were in London. Get your facts right @thesun

পিএসজিতে খেলে আমার কোনো লাভ হবে না ঃ এমবাপ্পে

প্যারিস ঃ কিলিয়ান এমবাপ্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা গুঞ্জন। এমবাপ্পে আরেক মৌসুম থাকতে চাইলেও, চুক্তি নবায়ন না করলে তাঁকে এবারই ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছে ক্লাবটি। এরই মধ্যে তাঁর রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার জোর সম্ভাবনার কথাও সামনে এসেছে।

তবে এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে চলমান আলোচনার উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে লেকিপ এবং ফ্রান্স ফুটবলকে দেওয়া তাঁর একটি সাক্ষাৎকার। ২০২২-২৩ সালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতার পর সাক্ষাৎকারটি দিয়েছিলেন এমবাপ্পে। যেখানে লিগ আঁ ও পিএসজিতে নিজের ভবিষ্যৎ, চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার আকাঙ্ক্ষা, সাফল্য ক্ষুধাসহ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন বিশ্বকাপজয়ী এ তারকা। এ সময় নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে সব সময় অতৃপ্ত থাকার কথাও বলেছেন।

সাক্ষাৎকারে লিগ আঁতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, 'লিগ আঁতে এটাই আমার শেষ মৌসুম বলে বিশ্বাস করার কারণ? বিষয়টা খুব সরল। আমি একজন প্রতিযোগী, যখনই আমি খেলি, জয়ের জন্যই খেলি। এটা কোনো ব্যাপার না যে আমি কার সঙ্গে খেলি, কোন জার্সি পরে খেলি। কোথায় খেলছি বা কোন বছর খেলছি, এসবও কোনো ব্যাপার না। জয়ে আমি কখনো সন্তুষ্ট না। আমি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চাই। আমি এখন ছুটিতে গিয়ে নিজেকে চাঙা করব, নিজের প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনব এবং সেই ক্ষুধা নিয়ে ফিরে আসব, যেটা সম্পর্কে সবাই জানে।'

চ্যাম্পিয়নস লিগ না জিতলেও এরই মধ্যে বিশ্বকাপ ও ক্লাব ফুটবলের অন্য অনেক ট্রফি জিতেছেন এমবাপ্পে। তবে এটুকুতে তৃপ্ত নন তিনি, 'আমি সব সময় অতৃপ্ত। আমি যা করি, তাতে আমি কখনো মুগ্ধ না। এটা আমার নিজেকে বোঝার মূলমন্ত্র। কারণ যেটাই করি, নিজেকে বলি আমি এটা আবার করতে পারি এবং আরও ভালোভাবে করতে পারি। জেতার জন্য আমার এই ক্ষুধা আছে। আমি শুধু অংশগ্রহণ করার জন্য দলে থাকি না।'

তাঁকে অনেক সময়ই মানুষ ভুল বুঝে বলে দাবি এমবাপ্পের, 'কখনো কখনো মানুষ মনে করে, আমি অহংকারী। কারণ, শুধু অংশ নেওয়াকে আমি ঘৃণা করি। এটা আমার স্বভাব না, এটা আমি না। আর যা আমি চাই, সেটা বলতেও ভয় পাই না। এমনকি যখন বিষয়টা আমার পক্ষে যায় না তখনো। আমি ব্যর্থতাতেও ভয় পাই না। এটা ফুটবল ক্যারিয়ারের অংশ। তবে আমার মধ্যে গভীর বিশ্বাস আছে যে আমি জন্মেছি জেতার জন্য। আর এটা আমি সবাইকে দেখাতে চাই।'

প্রায় এক দশক ধরে চ্যাম্পিয়নস লিগের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে পিএসজি। কিন্তু এখনো ইউরোপিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের ট্রফিটি ছুঁতে পারেনি ক্লাবটি। কেন পিএসজি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারে না, জানতে চাইলে এমবাপ্পে বলেছেন, 'আমি জানি না চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার জন্য পিএসজির কিসের অভাব। এই প্রশ্ন আমার জন্য না। আপনাকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, যারা দল বানায়, স্কোয়াডকে সংগঠিত করে এবং ক্লাবকে গড়ে তোলে। আমি যতটা সম্ভব নিজের কাজটা করে যেতে চাই। আমি সেরা খেলোয়াড় ছিলাম। লিগ ওয়ানে টানা ৫ মৌসুম ধরে শীর্ষ গোলদাতা ছিলাম।'

নিজের অর্জন নিয়ে গর্বিত হলেও আরও ভালো করতে উন্মুখ বিশ্বকাপজয়ী এ তারকা বলেছেন, 'অনেক কিছুই আমাকে গর্বিত করে। প্রথমত টানা শিরোপা জিতে যাওয়া, যে কারণে আমি ফুটবল খেলি। এটা সবচেয়ে কঠিন, এ কারণে সব খেলোয়াড় লড়াই করে। আর নিজের ব্যক্তিগত জায়গাটা ধরে রাখতে পেরে আমি আনন্দিত, এক মৌসুমে ৫০ গোল করেছি। আমি অসাধারণ কিছু মুহূর্ত পেয়েছি। দারুণ পারফরম্যান্স করেছি। যদিও এখনো মনে হয় আমি আরও ভালো করতে পারি।'

এমবাপ্পেকে নিয়ে সমালোচনারও শেষ নেই। তবে সমালোচনাকে স্বাভাবিকভাবেই নিতে চান এ ফরাসি তারকা, 'আমি বছরের পর বছর অনেক গোল করে যাচ্ছি। তাই মানুষের কাছে এটাই স্বাভাবিক। আমি কখনো অভিযোগ করিনি যে, আমার পারফরম্যান্সকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে । আমি নিজেও মেসি ও রোনালদো যা করেছে, সেগুলোকেও কখনো তাচ্ছিল্য করিনি। তবে আমরা একটি ভোগবাদী সমাজে বাস করি। যেখানে আপনি যা করেছেন, তা ভালো। কিন্তু আপনাকে আবার করে দেখাতে হবে।'

এ সময় পিএসজিতে নিজের ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্জ্বল দেখেন না জানিয়ে এমবাপ্পে আরও বলেছেন, 'আমার মনে হয়, পিএসজিতে খেলে আমার কোনো লাভ হবে না, কারণ এ দলটা ভাগ হয়ে যায়। হ্যাঁ অবশ্যই, এর ফলে অনেক রটনা তৈরি হয়, তবে এগুলো আমাকে খুব বেশি ভাবায় না। কারণ, নিজে কী করছি এবং কীভাবে করছি, তা আমি জানি।'

পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলা না খেলার বিষয়ে মন্ত্রীদের নিয়ে কমিটি

কলকাতা ঃ বিশ্বকাপের আর এক শ দিনও বাকি নেই। এখনো পাকিস্তান ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাবে কি না, সেটা নিশ্চিত নয়। বাবর আজমদের বিশ্বকাপে খেলতে ভারতে যাওয়া নির্ভর করছে সে দেশের সরকারের ওপর। এ জন্য ৩ জুলাই ভারতে যাওয়ার অনুমতি পেতে সরকারের কাছে চিঠিও দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ একটি কমিটি গঠন করেছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর নেতৃত্বে এই কমিটি পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত নিতে সরকারকে সহায়তা করবে। এই কমিটির মূল উদ্দেশ্য হবে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভ্রমণ পরিকল্পনা কেমন হতে পারে, সেই সুপারিশ করা। তাদের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেবে পাকিস্তান সরকার। পাকিস্তান আদৌ ভারতের সঙ্গে আহমেদাবাদে খেলবে কি না, তাও নির্ভর করছে এই কমিটির প্রতিবেদনের ওপর।

বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী পাকিস্তান তাদের ৯টি ম্যাচ খেলবে ৫টি ভেন্যুতে। ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে এ পাঁচটি ভেন্যু পরিদর্শন করার কথা পাকিস্তানের একটি প্রতিনিধিদলের।

কিছুদিন আগে পিসিবিও জানিয়েছিল, সরকার চাইলে ভারতে প্রতিনিধিদল পাঠাতে পারে। সরকারের যেকোনো সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের আস্থা আছে, 'ভারত সফর এবং সে দেশের কোন কোন ভেন্যুতে খেলতে পারব এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধু পাকিস্তান সরকারের হাতে। সরকারের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। সরকারের পরামর্শ আমরা পুরোপুরি অনুসরণ করব। সরকার যদি আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলতে চায় বা নিরাপত্তাসহ অন্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য ভারতে কোনো প্রতিনিধিদল পাঠাতে চায়, তা করতেই পারে, এটা তাদের সিদ্ধান্ত।'

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে রাখা হয়েছে এই কমিটিতে। কারণ, শাহবাজ শরিফের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে এই আগস্টে। এরপর নতুন সরকার এলে যেন তাঁর প্রভাব এর ওপর না পড়ে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাকিস্তান সর্বশেষ ভারতে খেলেছিল ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ২০১৬ সালে নওয়াজ শরিফের সরকার শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান দলকে ভারতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। বিশ্বকাপের আগে নিরাপত্তা পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছিল প্রতিনিধিদলও। সেই বিশ্বকাপে নিরাপত্তা জটিলতার কারণে ধর্মশালা থেকে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সরে গিয়েছিল কলকাতায়।

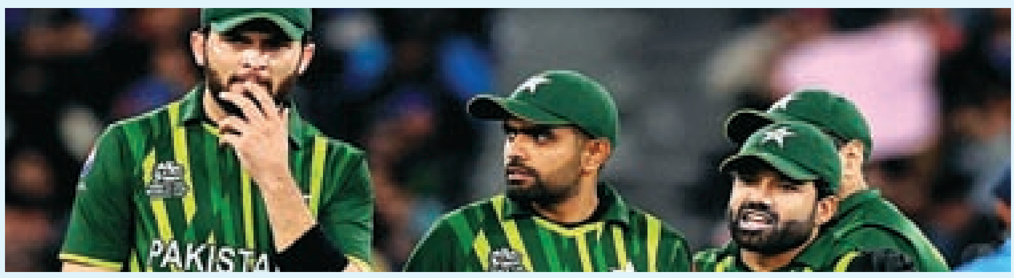

Compra Ahora
www.indiyfashion.com
indi Y fashion
Es todo sobre la moda india
Nuevas colecciones
• Ropa India y Accesorios • Vestido • Vestido Superior
• Faldas, Partalon Cubieratade cousion, Zapatos,
Lámpara • Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/
facebook twitter instagram
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
ELIJA SU ESTILO
RASIKA Clothing Line Made in India

দক্ষিণ চীন সাগরে সীমানা নিয়ে বিরোধটা কোথায়?

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ দক্ষিণ চীন সাগরে সীমানা নিয়ে বিভিন্ন দেশ বিরোধে লিপ্ত ছিল বহু শত বছর ধরে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই সীমানা বিরোধ নিয়ে উত্তেজনা অনেক বেড়েছে।

বিশেষ করে সম্প্রতি চীন যে ধরণের ব্যাপক দাবি শুরু করেছে, যার মধ্যে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ এবং সংলগ্ন জলসীমাও রয়েছে, তা ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া এবং ব্রুনেইকে ক্ষুব্ধ করেছে। এসব দেশও এখন দক্ষিণ চীন সাগরে সীমানা নিয়ে পাল্টা দাবি করছে। অন্যান্য দেশও সাগরের মাঝখানে প্যারাসেল এবং স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ এবং সাগরের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর তাদের অধিকার দাবি করছে।

চীন তাদের দাবির সমর্থনে সাগরের মাঝখানে অনেক কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করছে এবং নৌবাহিনী পাঠিয়ে টহল দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা সীমানা বিরোধে কোন পক্ষ নেয় না, কিন্তু সেখানে যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে, যেটিকে তারা নৌপথে চলাচলের স্বাধীনতা রক্ষার অভিযান বলে বর্ণনা করে থাকে।

দক্ষিণ চীন সাগরে জাপানের কোন সরাসরি দাবি নেই। তবে তারা সেখানে ভিয়েতনাম এবং ফিলিপিন্সএর দাবির সমর্থনে নিজেদের জাহাজ এবং সামরিক সরঞ্জাম পাঠায়।

এই অঞ্চলে একটা সংঘাত বেধে যেতে পারে বলে আশংকা তৈরি হয়েছে। যদি এরকম সংঘাত শুরু হয়, তার প্রভাব পড়বে পুরো বিশ্বে।

এই সমুদ্র সীমা নিয়ে বিভিন্ন দেশের এত আগ্রহ কেন?

দক্ষিণ চীন সাগর একটি প্রধান সমুদ্র পথ। জাতিসংঘের বাণিজ্য এবং উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আংকটাডের অনুমান, বিশ্বের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২১ শতাংশ ২০১৬ সালে এই সমুদ্র পথে পরিবহন করা হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৩.৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার।

এছাড়া এখানে মৎস্য সম্পদও আছে প্রচুর। পুরো অঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ এই সাগরে মাছ ধরে জীবন চালায়। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মাছ ধরা জাহাজ ও নৌকা চলে এখানে। প্যারাসেল এবং স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ প্রায় মানব বসতিহীন। তবে এই দুটি জায়গার আশেপাশেই হয়তো প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। এসব এলাকায় কোন বিস্তারিত অনুসন্ধান বা জরিপ এখনো হয়নি। কাজেই নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া খনিজ সম্পদের ভিত্তিতেই এই এলাকার সম্পদের অনুমান করা হচ্ছে।

নাইনড্যাশ লাইন এবং অন্যান্য দাবি

দক্ষিণ চীন সাগরের সবচেয়ে বড় অংশটি দাবি করে চীন। তথাকথিত নাইনড্যাশ লাইনের মাধ্যমে চীন তাদের এই সীমানা চিহ্নিত করে রেখেছে। মোট নয়টি ড্যাশ চিহ্ন দিয়ে এই নাইনড্যাশ লাইনটি তৈরি। এটি চীনের সবচেয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ হাইনান থেকে শত শত মাইল দক্ষিণ এবং পূর্বদিক পর্যন্ত বিস্তৃত।

চীন ১৯৪৭ সালে একটি মানচিত্র প্রকাশ করে এতে তাদের দাবির বিস্তারিত তুলে ধরেছিল। তারা বলেছিল, তাদের এই দাবির সমর্থন মিলবে ইতিহাসে। বেইজিং বলছে, তাদের এই দাবি বহু শত বছরের পুরনো, যখন প্যারাসেল এবং স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ চীনা জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হতো।

তবে ঠিক এই একই দাবি করে তাইওয়ান।

তবে সমালোচকরা বলেন, চীন আসলে সুনির্দিষ্টভাবে বলে না তাদের দাবিতে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত। আর চীনের আঁকা মানচিত্রে যে নাইনড্যাশ লাইন দেখা যায়, সেটি প্রায় পুরো দক্ষিণ চীন সাগর জুড়ে বিস্তৃত, এর কোন বিন্দু থেকে কতটুকু পর্যন্ত তাদের সীমানা সেটির উল্লেখ নেই।

আর চীন এই নাইনড্যাশ লাইনের মধ্যে যেসব স্থলভূমি, কেবল সেগুলোই দাবি করছে নাকি এর সঙ্গে পুরো সমুদ্রসীমার ওপরও দাবি জানাচ্ছে, তা পরিষ্কার নয়।

ভিয়েতনাম চীনের এসব দাবির সঙ্গে তীব্র দ্বিমত পোষণ করে। তারা বলে, ১৯৪০ এর দশকের আগে চীন কখনোই এসব দ্বীপের ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি জানায়নি। ভিয়েতনাম দাবি করে, প্যারাসেল এবং স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ তারাই শাসন করেছে ১৭শ শতক থেকে, এবং তাদের কাছে এর দালিলিক প্রমাণ আছে।

ফিলিপাইন্সও এই অঞ্চলের ওপর দাবি জানায়। এক্ষেত্রে স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জ ভৌগোলিকভাবে তাদের দেশের কতটা কাছাকাছি সেটি তারা উল্লেখ করে।

অন্যদিকে স্কারবারা দ্বীপের ওপর দাবি জানায় চীন এবং ফিলিপিন্স উভয় দেশই (চীনে স্কারবারা দ্বীপ হুয়াংগিয়ান নামে পরিচিত)। এই দ্বীপের অবস্থান ফিলিপিন্স থেকে একশো মাইল, অন্যদিকে চীন থেকে পাঁচশো মাইল দূরে।

মালয়েশিয়া এবং ব্রুনেইও দক্ষিণ চীন সাগরের কিছু অংশের ওপর দাবি জানায়। তারা বলে, জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত সনদে (ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন অন দ্য ল অব দ্যা সী বা আনক্লস) ইকনমিক এক্সক্লুশন জোনের যে সংজ্ঞা দেয়া আছে, সেই অনুযায়ী এগুলো তাদের সীমানা।

বিতর্কিত দ্বীপগুলোর ওপর ব্রুনেই কোন দাবি জানায় না, তবে মালয়েশিয়া স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের কিছু কিছু দ্বীপ নিজেদের বলে দাবি করে।

দক্ষিণ চীন সাগরে সীমানা বিরোধ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে গুরুতর গোলযোগ হয়েছে ভিয়েতনাম এবং চীনের মধ্যে। ফিলিপিন্স এবং চীনও কয়েকবার মুখোমুখি সংঘাতে জড়াবার উপক্রম হয়েছে। এরকম কিছু ঘটনাবলী ঃ

১৯৭৪ সালে চীনারা ভিয়েতনামের কাছ থেকে প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়। এসময় ৭০ জন ভিয়েতনামী সেনা নিহত হয়।

১৯৮৮ সালে স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জে আবার দুই পক্ষ মুখোমুখি হয়। এবারও ভিয়েতনাম বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, তাদের ৬০ জন নাবিক মারা যায়।

২০১২ সালের শুরুর দিকে চীন এবং ফিলিপিন্স সাগরে দীর্ঘ সময় ধরে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে স্কারবারা দ্বীপপুঞ্জে অনুপ্রবেশের অভিযোগ করছিল।

২০১২ সালে এরকম একটি খবর ছড়িয়ে পড়ে যে চীনা নৌবাহিনী ভিয়েতনামের একটি অনুসন্ধানী অভিযানে নাশকতা চালিয়েছে। এই খবর যাচাই করা যায়নি, তবে এসময় ভিয়েতনামের রাস্তায় অনেক বড় বড় চীন বিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে।

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ফিলিপিন্স জানায়, তারা দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করতে জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে যাচ্ছে।

২০১৪ সালের মে মাসে প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জের কাছে চীন একটি ড্রিলিং রিগ বসায়। একে কেন্দ্র করে ভিয়েতনামী এবং চীনা জাহাজগুলোর মধ্যে কয়েক দফা সংঘাত হয়।

২০১৯ সালের জুন মাসে ফিলিপিন্স অভিযোগ করে যে একটি চীনা ট্রলার একটি ফিলিপিনো মাছ ধরা নৌকাকে ধাক্কা দিয়েছে, ঐ নৌকায় ২২ জন আরোহী ছিল। ভিয়েতনামীরা এসে এই ফিলিপিনোদের উদ্ধার করে।

২০২৩ সালের শুরুতে ফিলিপিন্স অভিযোগ করে যে, চীনা জাহাজগুলো ফিলিপিনো নৌকাগুলোর দিক লেজার রশ্মি তাক করছে, যাতে নাবিকদের সাময়িকভাবে অন্ধ করে দেয়া যায়। ফিলিপিন্স আরও অভিযোগ করে যে চীনারা তাদের জাহাজগুলো ফিলিপিনোদের জাহাজ বা নৌকার খুব বেশি কাছ দিয়ে বিপদজনকভাবে চালাচ্ছে এবং ফিলিপিনোদের চলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

বিতর্কে জড়িয়েছে হলিউডও

সমুদ্র সীমা নিয়ে এই বিরোধে হলিউডের অনেক ছবিও জড়িয়ে পড়েছিল।

দক্ষিণ চীন সাগরের বিতর্কিত সীমানার দাবিকে ছবিতে দেখানোর কারণে হলিউডের কয়েকটি ছবি এসব দেশে নিষিদ্ধ করা হয়।

অতি সম্প্রতি ভিয়েতনাম একটি বার্বি চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করেছে, এটি এ বছরের জুলাই মাসে মুক্তি পাওয়ার কথা। এই চলচ্চিত্রে নাইনড্যাশ লাইন দেখানো হয়েছিল।

ফিলিপিন্সের সেনেটররাও এই চলচ্চিত্রে মানচিত্রটি দেখানোর সমালোচনা করেছেন। একজন আইন প্রণেতা বলেন, মানচিত্রটি দেখানোর সময় সেখানে বলা উচিৎ ছিল যে 'নাইন ড্যাশ লাইনটি চীনের কল্পিত উদ্ভাবন।' একইভাবে বিতর্কে জড়িয়েছিল কোরিয়ার পপ সুপার গ্রুপ ব্ল্যাকপিংক। এ বছর ভিয়েতনামে তাদের একটি কনসার্টের প্রোমোটারের ওয়েবসাইটে এমন একটি মানচিত্র ছিল, যাতে বেইজিং এর দাবি করা নাইন ড্যাশ লাইন ছিল। এ ঘটনায় কোরিয়ান পপ গ্রুপটি সমালোচনার মুখে পড়ে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমরানের সঙ্গে আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার বৈঠক

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার সাক্ষাৎ করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া। এর পর, এক টুইট বার্তায় তিনি বলেন, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ন্যায্য শ্রম চর্চা এবং মানবিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানকে ধন্যবাদ। আমি আমাদের শক্তিশালী অংশীদারিত্বকে আরো গভীর করতে আগ্রহী।

সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, যৌথ স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি...(যেমন) রোহিঙ্গাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা। আমাদের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে ও পরস্পরকে আরও ভালভাবে বুঝতে ঘনঘন মতবিনিময় ও যোগাযোগ রাখতে আমরা সম্মত হয়েছি।

যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া আগামী ১১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই ঢাকা সফর করবেন। সে সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু এবং ইউএসএইডএর এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অঞ্জলি কৌর প্রতিনিধি দলে থাকবেন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বৃহস্পতিবার বলেছেন, জেয়া তুলনামূলকভাবে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং তার আওতাধীন কাজের ক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত। তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফর কালে, পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ছাড়াও, বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। নির্বাচনী ইস্যুগুলো অন্যতম ইস্যু হিসেবে আলোচনায় আসতে পারে। আমরা এটা উড়িয়ে দিচ্ছি না। এদিকে, মন্ত্রণালয়ে সাপ্তাহিক সংবাদ ব্রিফিংয়ে জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, উজরা জেয়ার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের এই সফর মূলত দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এগিয়ে নিতে এবং যোগাযোগ আরো জোরদার করার একটি প্রচেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের ব্যস্ততা ছাড়া, রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন করবেন বলে জানান রফিকুল আলম।

উজরা জেয়া গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, শরণার্থী ও মানবিক ত্রাণে সমর্থন, আইনের শাসন ও মাদকবিরোধী সহযোগিতা, দুর্নীতি ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে লড়াই, সশস্ত্র সংঘাত রোধ এবং মানবপাচার নির্মূলে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেন।

টুকরো খবর

নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা-ইউরোপের কূটনৈতিক তৎপরতা কোন পথে যাচ্ছে?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে পশ্চিমা দেশগুলোর কূটনীতিক তৎপরতার পালে আরো জোরালো হাওয়া লেগেছে। ঈদের পর থেকে সে তৎপরতা আরো দৃশ্যমান হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার তৎপরতা শুরু হয়েছে আরো বেশ আগে থেকেই। পাশাপাশি ব্রিটেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নও বসে নেই। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসছে। এসব সফরে নির্বাচন ইস্যু যে প্রাধান্য পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ সরকারও সেটি অস্বীকার করছে না। পশ্চিমা দেশগুলোর এমন তৎপরতায় বেশ নাখোশ হয়েছে রাশিয়া। বৃহস্পতিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় টুইটারে দেয়া এক বিবৃতিতে খোলাখুলিভাবে তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে। নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা যে তৎপরতা দেখাচ্ছে সেটিকে বাংলাদেশের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আরো একটি নগ্ন হস্তক্ষেপ' হিসেবে বর্ণনা করেছে রাশিয়া।

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশ সফরে আসছেন বাইডেন প্রশাসনের দুজন গুরুত্বপূর্ণ কূটনীতিক। এদের একজন হচ্ছেন উজরা জেয়া এবং অন্যজন হচ্ছেন ডোনাল্ড লু। উজরা জেয়া হচ্ছেন বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি। অন্যদিকে ডোনাল্ড লু হচ্ছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সম্প্রতি আমেরিকা যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে ডেনাল্ড লু সেটির সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া ঈদের ছুটির পরপরই ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস সরকারের পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন। এরপর আমেরিকা ও ইউরোপের ১২টি দেশের কূটনীতিকরা আলাদা বৈঠক করেছন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাসুদ বিন মোমেন সাংবাদিকদের বলেন, মার্কিন প্রতিনিধি দলটি শুধু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে আসছে না। তবে এই সফরে নির্বাচন নিয়ে আলাপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইলেকশনের জন্য আসছে সেটা আমার তথ্যমতে নাই কিছু। এখানে অনেকেই ইস্যু আলোচনা হবে, তারমধ্যে ইলেকশন আসতে পারে, বলেন মি. মোমেন। এই সফরে মানবাধিকার, রোহিঙ্গা ইস্যু, শ্রম অধিকার এবং বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যাবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন আগামী সাধারণ নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ করার উপর জোর দিচ্ছে। যদিও এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক সংলাপ নিয়ে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে ইতিবাচক কোন মনোভাব দেখা যাচ্ছে না।

গত বুধবার ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী নাইজেল হাডলস্টন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সাথে দেখা করেছেন। সেখানে ব্রিটেনের মন্ত্রী বলেছেন তারা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর উপর সংলাপের জোর দিয়েছেন তিনি।

গত ১২ই জুন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয়জন সদস্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইইউ'র পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেলকে চিঠি দিয়েছেন। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন নিশ্চিতে অবদান রাখার জন্য পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধানকে অনুরোধ করা হয় সে চিঠিতে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল গতকাল ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্যের কাছে চিঠির উত্তর দিয়েছেন। সেখানে মি. বোরেল লিখেছেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা।

আগামী নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক পাঠাবে কি না সেটি মূল্যায়ন করার জন্য তাদের একটি দল আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশে আসছে। জোসেফ বোরেল চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছেন। সে অর্থে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের এই সফর হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই সফর নিয়ে অনেক আগে থেকেই কথাবার্তা চলছে। এই সফরের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্ধারণ করবে তারা আগামী নির্বাচনের জন্য পর্যবেক্ষক পাঠাবে কী না, বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীনদের উপর পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ এখন দৃশ্যমান। ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন সূত্র বলছে, পশ্চিমা দেশ, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছে সেটি কমিয়ে আনা এখন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়াও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের সাথে ঢাকাস্থ আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতের সাথে গত কয়েক মাসে একের পর এক বৈঠক হয়েছে। আওয়ামী লীগের সূত্রগুলো বলছে, এসব বৈঠকে তারা বারবার তুলে ধরেছেন যে বিগত বিএনপি সরকারের সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের পার্থক্য কোথায়। এছাড়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং বিভিন্ন উপনির্বাচনের উদাহরণ তুলে ধরে আওয়ামী লীগ বোঝানোর চেষ্টা করছে যে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে। যদিও আওয়ামী লীগের এসব যুক্তি কূটনীতিকদের পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারছে না। কূটনীতিকদের তরফ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা কিভাবে সম্ভব? আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা মনে করেন, আমেরিকার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল সেটি ক্ষমতাসীনরা অনুধাবন করতে পারেন নি। তবে র‌্যাব এবং কিছু কর্মকর্তার উপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা দেবার পর তারা নড়েচড়ে বসে।

indiYfashion
Es todo sobre la moda india
CAMBIA TU ESTILO DE VIDA
CON NUEVA TENDENCIA
ELIJA SU ESTILO
Nueva colección
RASIKA
Clothing Line
Made in India
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
Envolver Las Faldas
Blusas, Top y Camisa
Vestidos, Completo, Corto y Superior
Falda y Pantalones
COMPRA AHORA
www.indiyfashion.com
NUEVAS COLECCIONES
- Ropa India y Accesorios
- Vestido, Vestido Superior
- Faldas, Partalon
- Cubieratade cousion, Zapatos, Lámpara
- Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/

सुबह की सुनहरी शुरुआत
अब नये तेवर में
जातीय खबर

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
09:07:2023

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে অবসর তুলে নিয়েছেন তামিম ইকবাল

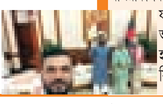

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিদায় নেয়ার পরের দিনই নিজের সেই ঘোষণা তুলে নিলেন ক্রিকেটার তামিম ইকবাল। ফলে এশিয়া কাপ থেকে অধিনায়ক হিসেবে আবারো তিনি জাতীয় দলে ফিরছেন তিনি। শুক্রবার সকালে তামিম ইকবাল ঢাকায় আসেন, এরপর দুপুরে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফী বিন মোর্ত্তজা ও ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের সাথে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় বাসভবনে যান তিনি। সেখানে এক আবেগময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা গেছে। এসময় তামিমের স্ত্রী আয়েশা ইকবালও ছিলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তামিমের কাছে জানতে চান, কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত। এরপর তামিমকে তিনি ক্রিকেটে ফিরতে বলেন। তবে তিনি এখনই ক্রিকেটে ফিরবেন না। প্রধানমন্ত্রী তামিম ইকবালকে দেড় মাসের ছুটিও দিয়েছেন জানিয়েছেন তামিম ইকবাল।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের দিন সহিংসতায় নিহত কমপক্ষে ৯

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন শনিবার দুপুর পর্যন্ত সহিংসতায় অন্তত নয় জন নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবং কংগ্রেস ও বাম কর্মীরাও রয়েছেন।

প্রায় সব জেলা থেকেই ব্যাপক বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, ব্যালট পেপার লুঠ, বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া, এমনকি ব্যালট বাক্স ছিনতাই করার খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোট কর্মীরা বুথ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন প্রাণ বাঁচাতে।

হাইকোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে পৌঁছলেও তাদের ঠিকমতো মোতায়েনই করা হয় নি বলে অভিযোগ করছে বিরোধী দলগুলি।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বলছে এদিন তাদের কর্মী সমর্থকরাই বেশি মারা গেছেন। রাজ্যের ৬১ হাজারেরও বেশি বুথের মধ্যে গোটা পঞ্চাশেক বুথে অশান্তি হয়েছে বলে তাদের দাবী। তারাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপরে দোষারোপ করে বলেছে যে ওই বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

শুক্রবার রাত থেকেই খবর আসতে থাকে যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বুথ দখল, ব্যালট ছিনতাই বা ব্যালট বাক্স ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

কোচবিহার জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক স্থানীয় নেতা গণেশ সরকার নিহত হন বলে স্থানীয় প্রশাসন সাংবাদিকদের জানিয়েছে।

শনিবার সকালে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় বোমাবাজি আর গুলি শুরু হয়। বিজেপির এক বুথ এজেন্ট এবং এক তৃণমূল কর্মী খুন হন, বোমার আঘাতে আহত হন এক সিপিআইএম প্রার্থী।

আবার কোচবিহারের দিনহাটা জেলায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে দলীয় কর্মীরা বুথের বাইরে ব্যালট বাক্স নিয়ে এসে তা ভেঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেন।

সেই ভিডিও বিবিসির কাছে এসেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলাতে একজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুন হন শনিবার ভোর রাতে - জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। ভোট দিতে যাওয়ার সময়ে দুই কংগ্রেস কর্মী গুলির মুখে পড়েন। সিপিআইএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘর্ষের মাঝে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ভোটারের।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির ভিডিও ফুটেজে দেখানো হয়েছে যে রানিনগর এলাকায় হাতে কাটারি আর বোমা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। সংবাদমাধ্যমকে দেখেই তিনি উল্টোদিকে ঘুরে যান। ব্যাগ থেকে একটা বোমা বার করে তাকে ছুঁড়তেও দেখা যায়।

জেলার খড়গ্রাম, ডোমকলেও বোমাবাজি আর গুলির খবর এসেছে।

নদীয়া জেলায় এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে চাপড়ার তৃণমূলের বিধায়ক রুকবানুর রহমান দাবী করেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় খুন হয়েছেন এক সিপিআইএম কর্মী।

মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর থেকেও। তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন মৃত ও আহতদের কোনও হিসাব এখনও দেয় নি।

মালদা, বীরভূম আর হুগলি জেলা থেকেও ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল করার অভিযোগ উঠেছে। বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর এলাকা থেকে এমন ভিডিও বিবিসির হাতে এসেছে যেখানে নারী ভোট কর্মীদের কান্নাকাটি করতে দেখা যাচ্ছে।

একটি বুথের প্রিসাইডিং অফিসার অঙ্গনা সেন জানিয়েছেন যে একদল লোক মুখ ঢাকা অবস্থায় তার বুথে ঢোকে। প্রথমে তারা ছাপ্পা ভোট দিচ্ছিল, কিন্তু তারপরে গোটা ব্যালট বাক্সই তুলে নিয়ে চলে যায়।

ওই বুথের সব ভোট কর্মীই নারী আর তারা বলছেন যে সেখানে যদি পুনরায় ভোট করানো নির্দেশ আসে হলে তাহলে তারা কোনমতেই থাকবেন না।

আরও কয়েকটি বুথ থেকে ভোট কর্মীরা চলে যাচ্ছেন, এরকম ছবি স্থানীয় কয়েকটি সংবাদমাধ্যমও দেখাচ্ছে।

ভোট ঘোষণার পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার যে ভাঙ্গর এলাকায় সবচেয়ে বেশি সহিংসতা হয়েছিল, সেখানে অবশ্য কিছু বোমাবাজি ছাড়া আর বড় ধরণের ঘটনা শনিবার হয় নি।

ভোটের আগের রাত থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে সহিংসতা চলেছে, তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দায়ী করছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। দলের নেত্রী ও মন্ত্রী শশী পাঁজা টুইটারে বলেছেন ,বিজেপি-সিপিআইএম আর কংগ্রেস তো একজোট হয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর জন্য চিৎকার করছিল। তাদের মোতায়েন করা হয়নি কেন? কেন বাহিনী নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে পারল না? কেন্দ্রীয় বাহিনী আনার দাবী যারা তুলেছিল, তারা তো মনে করেছিল যে ওই বাহিনীই শান্তির অভিভাবক হয়ে উঠবে। সেই অভিভাবকরা তো ব্যর্থ হল।

বিজেপিসহ বিরোধী দলগুলিও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন না করার বিষয়টি সামনে আনছে। তবে তারা বলছে, এক তো বাহিনী অনেক দেরীতে পোঁছিয়েছে রাজ্যে, এমনকি শুক্রবার রাতেও বাহিনী এসেছে। আবার তাদের মোতায়েনের বিষয়টি যেহেতু রাজ্য পুলিশ এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আওতায়, তাই বেশিরভাগ এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনই করা হয় নি।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য পুলিশের মধ্যে সমন্বয় করছে বিএসএফ।

তারা জানাচ্ছে ৫৯ হাজার কেন্দ্রীয় এবং অন্য রাজ্য থেকে আসা বাহিনীর সদস্যদের শুধুমাত্র স্পর্শকাতর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে, বাকি বাহিনীকে অন্যান্য ভোট কেন্দ্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঠানো হয়েছে। শনিবার ভোটের দিন সকাল থেকেই কিছুটা অভূতপূর্বভাবে রাস্তায় নেমেছিলেন রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মানুষ আমার গাড়ি থামিয়ে খুন, বুথে যেতে বাধা দেওয়া এসবের কথা জানিয়েছেন। এটা গণতন্ত্রের সবথেকে পবিত্র দিন। ভোট হওয়া উচিত ব্যালট দিয়ে, বুলেট দিয়ে নয়।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সহিংসতা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করে নি।

রুশ বাহিনীর ওপর ইউক্রেনের পাল্টাহামলার ভবিষ্যৎ যে তিন দিকে যেতে পারে

ইউক্রেন ঃ অ্যানেসথেশিয়ার প্রভাব কমে আসার সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্সের পেছন দিকে ১৯ বছর বয়সী হাড্ডিসার এক সৈনিকের বিলাপ শোনা গেল। তার শরীরের জায়গায় জায়গা কাদা লেগে আছে। অক্সিজেন মাস্ক হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বিড়বিড় করে বললেন,আমাকে আমার রাইফেলটা দাও।

তাদের অবস্থা প্রায়শই এরকম হয়। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত, সৈন্যটির বিষণ্ণ মুখে টোকা দিতে দিতে বলেন ড. ইন্না দিমিতির। সৈন্যটি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলে তাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি জাপোরিশার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় রণক্ষেত্র থেকে অসম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটতে শুরু করলো।

এই তরুণ সৈন্যটির নাম ওলেহ। সেদিন সকালে তিনি ছিলেন একটি পরিখার ভেতরে। এসময় রাশিয়ার ছোড়া একটি মর্টার বিস্ফোরিত হলে তার টুকরো ওলেহর শরীরে আঘাত করে। এর ফলে তার পিঠে একটা বড় গর্ত তৈরি হয়। সম্ভবত তার স্পাইনাল কর্ড ভেঙে গেছে।

তার অবস্থা স্থিতিশীল, কিন্তু গুরুতর। তার মতো আহত এরকম অনেক সৈন্য আমরা পাই, বলেন ড. ইন্না দিমিতির। এসময় তার হাতে ছিল এরকম আহত আরো অর্ধ-ডজন সৈন্যের নামের তালিকা। পশ্চিমা অর্থে পরিচালিত একটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা মোয়াসের হয়ে কাজ করেন তিনি।

রুশ বাহিনীর ওপর ইউক্রেনের পাল্টা হামলায় হতাহত সৈন্যের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এধরনের অভিযানে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে কতোটা অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব সেবিষয়ে কিছু কিছু সৈন্য ও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আরো (পশ্চিমা) সাহায্য ছাড়া, আমার মনে হয় এই খেলায় আমরা হেরে যাবো, বলেন ইউক্রেনীয় এক মেরিন সৈন্য কিরিলো পোট্রাস। দু'বছর আগে রুশ মাইনের আঘাতে তার বাম পায়ের নিচের অংশ উড়ে গেছে। এই পা নিয়ে তিনি আবার ফ্রন্ট-লাইনে ফিরে এসেছেন রুশ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করতে। মি. পোট্রাস বলছেন, রাশিয়ার এই বিশাল মাইনফিল্ড তাদের জন্যে অন্যতম বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রুশদের কাছে অনেক ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী বন্দুক ও মিসাইল আছে, বলেন তিনি। দীর্ঘ সময় ধরে ইউক্রেনের পরিকল্পিত এই পাল্টা আক্রমণের এক মাস পার হয়েছে। কেউ কেউ যেমন এনিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন, তেমনি অনেক সৈন্য ও বিশেষজ্ঞ আছেন, যারা ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মনে করেন শুরুটা পরিকল্পনা অনুসারেই অগ্রসর হয়েছে।

তারা মনে করেন যেখানে যুদ্ধ চলছে, যে ফ্রন্ট-লাইন কৃষ্ণ সাগরের উপকূল থেকে ইউক্রেনের উত্তর-পূর্ব রুশ সীমান্ত পর্যন্ত এক হাজার কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত, সেটা খুব দ্রুত গতিতে ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়।

বিবিসির সাংবাদিক অ্যান্ড্রু হার্ডিং গত কয়েক সপ্তাহ ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে তিনটি পৃথক ফ্রন্ট-লাইনে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তার মনে হয়েছে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ নিয়ে মোটা দাগে তিন ধরনের আলোচনা রয়েছে। একটি গ্রুপ মনে করে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যূহ টিন দিয়ে তৈরি, আরেকটি গ্রুপ মনে করে সেটি কাঠের তৈরি এবং তৃতীয় গ্রুপটি মনে করে যে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কাঁচের মতো।

'টিন তত্ত্বটি' যা পরিবর্তন করা সম্ভব কিন্তু ভঙ্গুর নয় তিনি প্রথম পেয়েছেন দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে ডনবাসের বাখমুত শহরের কাছের একটি ফিল্ড হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে। গোলাবর্ষণের তীব্র শব্দের মধ্যেই ওই চিকিৎসক বিবিসির সাংবাদিককে বলছিলেন যে ইউক্রেনের হতাহত সৈন্যের সংখ্যা বাড়ছে। তিনি বলেন প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার জন্য রাশিয়া লম্বা সময় পেয়েছে, তাদের প্রচুর সৈন্য রয়েছে। তার উপসংহার হচ্ছে ঃ ফ্রন্ট-লাইন রাশিয়ার দিকে ঠেলে দেওয়া ইউক্রেনীয় সৈন্যদের জন্য বেশ কঠিন হবে। আমি মনে করি রণক্ষেত্রে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে না। রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে এর অবসান ঘটবে, বিষণ্ণ মুখে একথা বলেন তিনি। অন্যদিকে 'কাঠ তত্ত্ব' বলতে এন্ড্রু হার্ডিং বুঝিয়েছেন ইউক্রেন-রাশিয়ার ফ্রন্ট-লাইন হয়তো মট করে ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে, কিন্তু ধসে পড়বে না। কৃষ্ণ সাগরের উপকূল পর্যন্ত যে বিস্তৃত জমি এবং উঁচু নিচু পাহাড় সেদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা রুশ বাহিনীকে পিছু হটাতে চেষ্টা করছে। মাইনফিল্ডের ভেতর দিয়ে রাস্তা খুঁজে সেই পথ ধরে অগ্রসর হয়ে তারা রুশ সৈন্যদের অবস্থানের ওপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতে চাইছে।

তবে এই আক্রমণ চালানো হবে ধীরে ধীরে এবং নিয়মিতভাবে। তারা চাইছে বিভিন্ন গ্রাম ও ছোট ছোট শহর পুনর্দখল করতে।

আমি একজন বাস্তববাদী, যদিও কেউ কেউ আমাকে বলে আমি একজন হতাশাবাদী, বলেন ৩৬ বছর বয়সী এক সৈন্য আর্টেম। তার সঙ্গে কথা বলার সময় মাথার উপর দিয়ে একটি ইউক্রেনীয় বিমান গর্জন করে উড়ে যাচ্ছিল।

তার মত হচ্ছে রুশ সৈন্যদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে ইউক্রেনীয় সৈন্যরা আগামী কয়েক মাসে হয়তো উল্লেখযোগ্য কিছু অগ্রগতি ঘটাতে পারবে। তবে তিনি মনে করেন না যে এই পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে রুশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করা সম্ভব হবে।

মিডিয়া ও সমাজ খুব তাড়াহুড়ো করছে। কিন্তু খারাপ তো হতেই পারে, বলেন তিনি। তবে আর্টেম জানেন না রুশ ফ্রন্ট-লাইনে ভাঙন ধরাতে ইউক্রেনকে কতোটা মূল দিতে হবে এবং এজন্য তারা ঠিক কতোখানি প্রস্তুত।

এটা চোখে পড়ার মতো যেসব সৈন্যরা ফ্রন্ট-লাইনের কাছে অবস্থান করছে এবং যারা সরাসরি যুদ্ধের সাথে জড়িত, তাদের কাছ থেকে ইউক্রেনের পাল্টা হামলার ব্যাপারে অন্ধকার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো বলা যাবে যে এই সৈন্যদেরই বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা আছে এবং তাদের মতামত বাস্তববাদী। কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও ঠিক যে এই সৈন্যরা কিন্তু বৃহত্তর প্রেক্ষিতে যুদ্ধটাকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তারা ইউক্রেনের বিশাল সামরিক অভিযানের ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। পূর্ব ইউক্রেন থেকে বিবিসির সংবাদদাতা অ্যান্ড্রু হার্ডিং বলছেন, তার 'গ্লাস তত্ত্ব'র পেছনে যে ধারণা কাজ করছে তা হচ্ছে ইউক্রেনের পাল্টা হামলা যথাযথভাবেই চলছে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহে, অথবা মাসে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, তখন ইউক্রেন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হবে এবং তারা ক্রাইমিয়া উপদ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাবে। প্রখ্যাত পশ্চিমা সামরিক বিশ্লেষক মিক রায়ান এবং যুক্তরাজ্যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান স্যার টনি র‍্যাডাকিনের মতো জেনারেলরাও এই একই ধারণা পোষণ করেন। এই তত্ত্বের যারা সমর্থক তারা হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরার আহবান জানিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে বিমান-শক্তির অভাবে ইউক্রেন প্রাথমিকভাবে রাশিয়ার রসদ-সরবরাহ লাইন ও কমান্ড সেন্টারকে, তাদের কাঙ্ক্ষিত দ্রুত গতিতে ভেঙে দিতে পারছে না।

নিত্যদিনের বৈষম্য যেভাবে ফ্রান্সের সহিংসতায় ইন্ধন জুগিয়েছে

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ প্যারিসের এক শহরতলীতে পুলিশের গুলিতে আলজেরীয় বংশোদ্ভূত নাহেল এম নামের ১৭ বছরের এক মুসলিম তরুণের মৃত্যু নিয়ে যে ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল তা ফরাসী সমাজের মূলে নাড়া দিয়েছে। যে মাত্রায় ঐ দাঙ্গা হয়েছে এবং যে দ্রুততার সাথে তা ফ্রান্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নজিরবিহীন।

যে শহরে গত এক বছর ধরে বসবাস করছি সেই মার্সেইতে দাঙ্গার দিনগুলোতে হঠাৎ যেন জনজীবন আমূল পাল্টে গিয়েছিল। শহরের বাসিন্দারা ধরেই নিত সন্ধ্যা নামলেই সহিংসতা শুরু হবে। দোকান-পাট তার আগেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, জনপরিবহন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছিল। ফলে মানুষজন বিকেলের মধ্যে কাজ, কেনাকাটা করে ঘরে গিয়ে ঢুকছিল। আর সন্ধ্যার পর সত্যিই শুরু হতো পুলিশ আর দাঙ্গাকারীদের মধ্যে ইঁদুর-বেড়াল খেলা।, পুলিশের গাড়ির সাইরেন আর আকাশে পুলিশের হেলিকপ্টারের শব্দ এবং সেইসাথে ক্রমাগত বাজির বিস্ফোরণ।

সকাল বেলা টিভি রেডিওতে চলতো একের পর এক টক-শো। যারা সেখানে কথা বলতেন তাদের সবার মুখেই ছিল প্রায় একইরকম ব্যাখ্যা। মনে হতো যেন একটি পক্ষ নিয়ে কথা বলতেই তাদের অনুষ্ঠানে ডাকা হয়েছে।

পুলিশ ইউনিয়নের মুখপাত্র, আইন বা রাজনীতির বিশেষজ্ঞ বা রাজনৈতিক নেতা যারই মিডিয়ার এসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এই দাঙ্গা কারা করছে এবং এই দাঙ্গা কেন হচ্ছে বলে যেসব ব্যাখ্যা তুলে ধরতেন তা যেন প্রায় একই সূরে বাধা ছিল।পুলিশের গুলিতে এক মুসলিম তরুণের মৃত্যুর পর যে মাত্রায় দাঙ্গা হয়েছে এবং যে দ্রুততার সাথে তা ফ্রান্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নজিরবিহীন।

যদিও তারা সবাই নাহেলের ওপর গুলির সমালোচনা করছিলেন, কিন্তু ঘুরেফিরে তাদের অনেকেই সেই পুরনো ইস্যু তুলতে শুরু করেন আর তা হলো - ফ্রান্সে অভিবাসন।

এসব টক-শোতে একটি প্রশ্ন ছিল অবধারিত ঃ কেন তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের অভিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে এদেশের নাগরিক হয়েও ফরাসী সমাজের অংশ হতে পারছেনা?

আরেকটি যে প্রশ্ন আমার সবচেয়ে বেশি নজর কাড়তো ঃ এসব দাঙ্গাকারীরা কী বুঝতে পারছে না তারা তাদের নিজেদের সম্পত্তিই ধ্বংস করছে?

দশকের পর দশক ধরে ফ্রান্সে এসব প্রশ্নই ফ্রান্সে বার বার উঠছে। ফলে শুনতে শুনতে আমার মনে হতো কেন এতদিনেও এসব প্রশ্নের জবাব মিলছে না প্রশ্নকর্তারা কি তা বুঝতে পারেননা? তারা কি সত্যিই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন?

যুক্তরাষ্ট্রের কেনিয়ন কলেজে ২০০৫ সালে প্রখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক ডেভিড ফস্টার ওয়ালেসের একটি ভাষণ প্রায়ই আমার মনে পড়ে। তার ভাষণে ঐ লেখক রূপক একটি গল্পের অবতারণা করেছিলেন। গল্পটি এমন ঃদুটো কম বয়সী মাছ সাঁতরে একটি বয়সী মাছকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় মাছটি তাদের প্রশ্ন করে জল কেমন লাগছে আজ?কিছুক্ষণ পর ঐ দুই মাছের একজন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করে ঃ জল কী বস্তু?

এই গল্পটি বলে ওয়ালেস বলেন, মাছের এই গল্পের অর্থ হলো অবধারিত সত্য বিষয়গুলো মানুষ দেখতে পারেনা বা দেখতে চায়না অথবা তা নিয়ে কথা বলতে চায়না।

আমি আলজেরীয় একজন মুসলিম। বড় হয়েছি ক্যানাডায়। গত ক'মাস ফ্রান্সের সমাজের প্রতিদিনের জীবনযাপন পর্যবেক্ষণ করে আমার মনে হয়েছে - এই পানির রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে সুপ্ত বর্ণবাদ এবং ইসলাম বিদ্বেষের তীব্র দুর্গন্ধ।

পুলিশের গুলিতে নাহেলের মৃত্যুর আগের কয়েক সপ্তাহে প্রথম সারির কিছু মিডিয়ায় এবং বেশ কজন রাজনীতিকের মুখ থেকে ফ্রান্সের মুসলিম এবং আলজেরীয় অভিবাসীদের সম্পর্কে খুবই উস্কানিমূলক বক্তব্য বিবৃতি শোনা গেছে। জুনের প্রথম দিকে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী এডুওয়ার্ড ফেলিপে মিডিয়ায় তার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে অভিবাসন আইনে ব্যাপক সংস্কারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অনেক ফরাসী বিশ্বাস করে যে এমনকি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের অনেক অভিবাসী সত্যিকারের নাগরিক হতে পারেনি। তারা মনে করে এসব অভিবাসী শিক্ষা বিমুখ, সমাজে তাদের কোনো অংশগ্রহণ নেই এবং ফ্রান্সের নাগরিক রীতিনীতির তারা ধার ধারেনা। মি. ফেলিপে স্পষ্ট গলায় বলেন, অনেক ফরাসী মুসলিম অভিবাসনকে সমস্যা হিসাবে দেখে। তিনি বলেন মানুষের এসব উদ্বেগকে অবজ্ঞা করা উচিৎ নয়।

এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অস্বস্তিকর বিষয়, ভীতিকর বিষয়, বলেন মি. ফেলিপে।

ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি আলজেরিয়ার সাথে ফ্রান্সের একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিলের সুপারিশ করেন যে চুক্তির ফলে সেদেশ থেকে ফ্রান্সে অভিবাসন অপেক্ষাকৃত সহজ। এরপর জুন মাসেই, ফ্রান্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল , বিএফএম টিভি, লিওঁ শহরের একটি স্কুলের গেটের মুখের ভিডিও ফুটেজ তুলে দেখায় যে কতজন ছাত্রী আবায়া (গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পোশাক যা আরব দেশগুলোর রক্ষণশীল সমাজের মেয়েরা পরে) গায়ে স্কুলে ঢুকছে।

এই রিপোর্ট প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই ছিল মানুষকে দেখানো যে লাইসিতে অর্থাৎ জনসমক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতার যে রীতি ফ্রান্সে প্রচলিত তা ভেঙ্গে কীভাবে স্কুলে ধর্মীয় আচরণের প্রদর্শন ঢুকে পড়ছে।

স্কুলে আবায়া পরে যাওয়া নিয়ে টিভিতে এই বিতর্ক সৃষ্টির আগে নিস শহর থেকে একটি খবর আসেন যে সেখানকার একটি স্কুলে নয় থেকে ১১ বছরের কিছু মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী স্কুলের চত্বরে নামাজ পড়েছে।

ঐ ঘটনার পর নিসের মেয়র ক্রিস্টিন এসট্রোসি, যিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ-পন্থী একটি রাজনৈতিক দলের নেতা, এবং সেইসাথে ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী পাপ এনদিয়ায়ে ঐ শিশুদের প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন।

राष्ट्रीय ख़बर
हमारी नज़र
नौ कदम और
दिल्ली
तेलंगना
हिमाचल प्रदेश
जम्मु-कश्मीर
गुवाहाटी
आंध्रप्रदेश
चंडीगढ़
बिहार
झारखंड
e-mail (bangla) : rashtriyokhobor@gmail.com
http://rashtriyakhabar.com/epaper
e-mail : rastriyakhabarhn@gmail.com
web : www.rashtriyakhabar.com
Rashtriya khabar
Rashtriyakhabar LIVE
jatiyokhobor.co.in
Visit us @Ph.
0651-2244505
0651-2244605

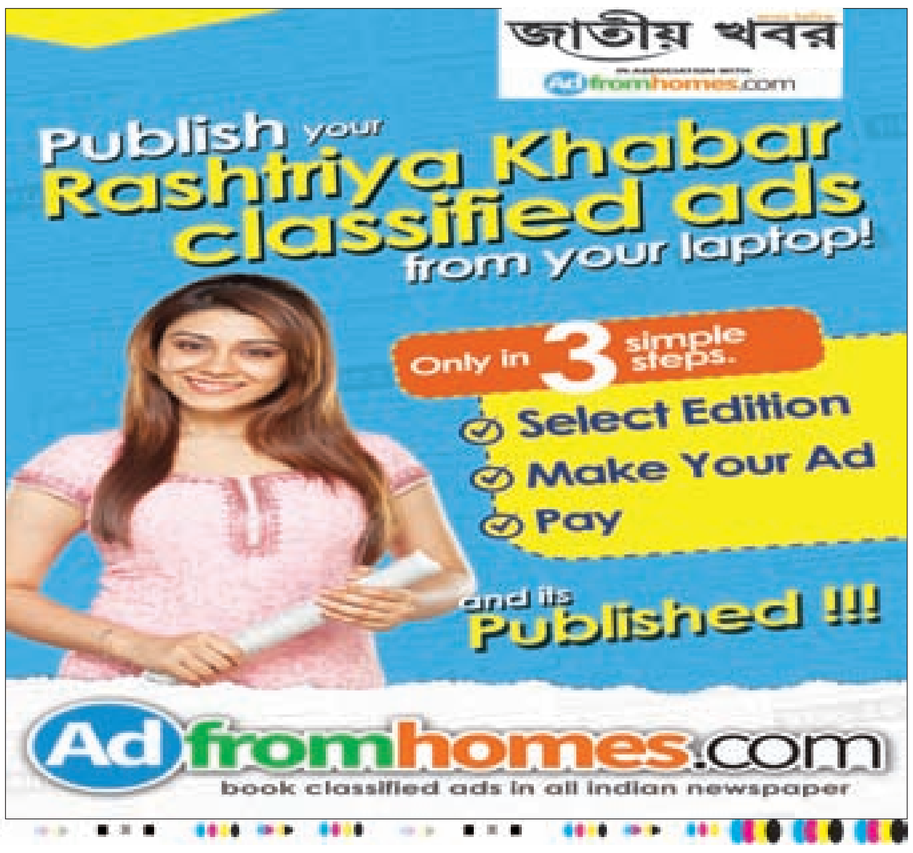

জাতীয় খবর
IN ASSOCIATION WITH
Adfromhomes.com
Publish your Rashtriya Khabar classified ads from your laptop!
Only in 3 simple steps.
Select Edition
Make Your Ad
Pay
and its Published !!!
Adfromhomes.com
book classified ads in all indian newspaper